বাংলাদেশি বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের সামাজিক পরিবীক্ষণ: আধেয় ও চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

(Sociological Observation of Bangladeshi Wedding Invitation Cards: Content and Semiotic Analysis)

মোহসিনা ইসলাম[১]

ARTICLE INFO

Article history
Date of Submission: 24-02-25
Date of Acceptance: 03-09-25
Date of Publication: 10-11-2025

Keywords: Wedding invitation cards,Language and signs of invitation cards, Linguistic and semiotic representation, Social semiotics, Bengali culture, impact of cultural aggression

ABSTRACT

The history of wedding invitation cards in Bengali culture spans more than two hundred years (Barman, 2024). The invitation card is a relatively new addition compared to other accessories of wedding rituals and formalities. Over this long historical period, the presentation of messages and linguistic strategies in wedding invitations has changed with shifts in time and culture. Similarly, the materials, components, and accompaniments of invitation cards have also changed. This article observes the general structure of wedding invitations in Bengali culture and society, explaining the communicative purpose and socio-cultural representation of messages through an inspection of the content of invitation cards, their linguistic elements, and symbolic expressions. The study also examines the influence of socio-cultural aspects and their reciprocal effects on the overall structure of wedding invitations, as reflected in their messages, language, and signs. The study has been conducted following a qualitative research methodology. In this research, one hundred (100) wedding invitation cards were collected by purposive sampling. The contents of these wedding invitation cards have been analyzed by content analysis; the textual parts have been examined by the textual analysis method. Semiotic theory and color theory helped in analyzing the symbolic elements and colors of the invitation cards. The findings reflect aspects of Bengali culture, social conditions, the impact of cultural aggression, linguistic representation strategies, religious influence, and gender dominance, as analyzed through the language, pictorial symbols, signs, and colors of the sampled materials

[১] সহকারী অধ্যাপক, প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

DOI: https://www.doi.org/10.59146/SSP.v18i1.7535

১. ভূমিকা

প্রাচীন কাল থেকে বাংলায় বহু জাতি ও কৃষ্টির সমাবেশ ঘটেছে। এই সংস্করণের ফলে এ জাতির বিবাহ প্রথাও হয়েছে বিচিত্রতর। বাঙালি সংস্কৃতিতে বিয়ে একটি আনন্দমুখর ঘটনা, আনন্দের প্রতীক হিসেবে বিয়ের সকল আনুষ্ঠানিকতায় থাকে উৎসবের চিহ্ন (ইসলাম, ১৯৯৬)। বাঙালি সংস্কৃতিতে বিয়ে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যাকে অনেকটাই সুসংহত করেছে ধর্মীয় অনুশাসন (হক, ২০২৩)। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রও বাঙালির বিয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য ও অনুষঙ্গ। বিয়ের মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরুর আগেই বর-কনেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অতিথিদের কাছে পরিচিত করিয়ে দেয় বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র। নিমন্ত্রণপত্রের বাচনিক এবং অবাচনিক উপাদানের সম্মিলনে বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে একটি যোগাযোগীয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, আর এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বার্তা প্রেরণকারীর উদ্দেশ্য সাধিত হয় (Mamani & Refaie, 2010)। অতীতে সশরীর অতিথিদের বাড়িতে গিয়ে নিমন্ত্রণ করা হতো; দূরত্ব, সময় স্বল্পতা বা যেকোনো অপারগতায় বর-কনের পরিবার থেকে তা না করা গেলে বাহকের মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করা হতো। ক্রমে ক্রমে নিমন্ত্রণের এই পন্থাটি ব্যাপকতা লাভ করে। সময়ের বিবর্তন ও প্রাযুক্তিক উৎকর্ষে হাতে লেখা চিঠির পাট উঠেছে, নিমন্ত্রণপত্রের সংস্করণ হয়েছে, নান্দনিক নানা নকশায় বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র ছাপানো হচ্ছে। বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তির আবির্ভাব ও প্রভাবে নিমন্ত্রণপত্রের ইলেক্ট্রনিক রূপেরও প্রচলন ঘটেছে। তবে যে আঙ্গিকেই হোক না কেন বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র বিয়ে সম্পর্কিত বার্তা বহন করে, এটি পরিবার-পরিজন-আত্মীয় ও বন্ধুদের কাছে বিয়ের সুসংবাদ ঘোষণা করে এবং একই সাথে বিবাহ অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়ে থাকে। যেমন, অনুষ্ঠানের স্থান, সময়, আমন্ত্রয়িদের পরিচয়সহ অন্যান্য মৌলিক তথ্য দেয়। বাঙালি সমাজের সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলো বাঙালির জীবনের অন্যান্য দিকের মতো বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে নমুনা পত্রগুলোর গঠন, ভাষা ও চিত্রাশ্রয়ী চিহ্ন, আধেয় এবং প্রকাশ আঙ্গিক এই গবেষণায় ব্যাখ্যার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে যেমন সংস্কৃতিবোধের উন্মেষ দেখা গেছে, তেমনি রয়েছে ধর্মভিত্তিক প্রকাশ, পাশাপাশি অন্য সংস্কৃতির আগ্রাসনের মতো বিষয়গুলো বিশেষভাবে উঠে এসেছে। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের সাধারণ পাঠ্য বা টেক্সট, টেক্সটের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, পত্রের চিহ্নতাত্ত্বিক উপস্থাপনা এবং এই উপস্থাপনা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে যেসব অর্থ নির্মাণ করছে এবং বার্তার অর্থ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবকগুলো কীভাবে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের ধরন, বার্তার উপস্থাপন ও এর নির্মাণ শৈলীকে প্রভাবিত করে সেই বিষয়গুলোকে তুলে ধরা হয়েছে।

২. বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রঃ ইতিহাস ও প্রচলন

বিয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান যা কেবল দুজন ব্যক্তিকেই একত্রিত করে না, বরং পরিবার, সম্প্রদায়, ঐতিহ্য এবং প্রায়শই ধর্মীয় বিশ্বাসকেও একত্রিত করে। বিবাহ অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান বিভিন্ন সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিশ্বাসের প্রভাবে অনুষ্ঠিত ও উদযাপিত হয়। সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহ সামাজিকভাবে দুজন ব্যক্তির মিলনকে স্বীকৃতি ও বৈধতা দেয়, তাদের বিবাহিত দম্পতিরূপে সামাজিক মর্যাদা দেয়। এই স্বীকৃতির মাধ্যমে তারা পরিবার গঠন ও বৃহত্তর সম্প্রদায়ে প্রবেশের সামাজিক বৈধতা পায় (ইসলাম, ১৯৯৬)। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে, প্রায় সব ধর্মেই বিবাহকে একটি

ঐশ্বরিক, সৃষ্টার নির্ধারিত বা আশীর্বাদপুষ্ট একটি পবিত্র মিলন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ধর্মীয় প্রেক্ষিতে বিবাহ হলো স্রষ্টার কাছে মানুষের এক ধরনের চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি। বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কারে তাই ধর্মীয় প্রতীক, শপথ, পোশাক, উপাসনালয়ে অনুষ্ঠান কিংবা ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উপস্থিতিতে বিয়ে সম্পাদনার মতো আচার ও প্রথা থাকে। ধর্ম, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এসব আচার কখনো কখনো পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হতে পারে।

ভারতবর্ষে বিবাহ প্রথার শুরু কবে থেকে তার শুরুর ইতিহাসটি অনুমান সাপেক্ষ। সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা এ অঞ্চলে আর্যদের আগমন বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় আচার-আচরের উদ্ভব ঘটিয়েছিল, তাদের মাধ্যমেই বিবাহ একটি সামাজিক-ধর্মীয় আচারে রূপ পায় (ইসলাম, ১৯৯৬)। প্রথমে বিয়ের প্রথা-রীতি ও আচার আর্যগোষ্ঠীর মধ্যে থাকলেও পরবর্তীতে গোটা ভারতেই বিয়ের রীতি ছড়িয়ে পরে এবং মূল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কাঠামো নিজস্বতার বাইরেও জাতি-ভাষা-সংস্কৃতির নিরিখে বর্তমানে বিয়ের আনুষ্ঠানকতায় যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন লোকাচার। যখন থেকে বিয়ে সামাজিক আচার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বিয়েকে আনন্দ-উৎসব হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে। বিয়েকে উপলক্ষ করে পরিবার-আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের মধ্যে আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেই অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানাতেই নিমন্ত্রণপত্রের সূচনা। অতীতে বাড়ীর ছাদ থেকে বা উঁচু কোনো জায়গা থেকে চিৎকার করে বা শিঙ্গা ফুঁকে বিয়ের খবর জানানো হতো (ইসলাম, ১৯৯৬)। বিয়েকে একটি পবিত্র ও আনন্দ অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করে সন্ন্যাসী, পুরোহিত বা ধর্মগুরুদের মাধ্যমেও নিমন্ত্রণ পাঠানোর রেওয়াজ ছিল। মৌখিক নিমন্ত্রণের অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা কাটাতে একসময় প্রচলন ঘটে হাতে লেখা নিমন্ত্রণপত্রের। মুভেবল প্রিন্টিং প্রেস আবিষ্কারের সূচনা লগ্নে ইউরোপের রাজপরিবার এবং বিত্তশালী পরিবারের সদস্যদের বিয়ের খবর ও নিমন্ত্রণ জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম হয়ে ওঠে সংবাদ পত্র (Majumdar, 2009)। সময়ের বিবর্তন এবং প্রাযুক্তিক উৎকর্ষে ধীরে ধীরে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের ধরন-আকার ও আঙ্গিক বদলে যেতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ভিক্টোরিয়ান যুগে বিত্তশালী পরিবারগুলো বিয়ের আনুষ্ঠানিকতায় আভিজাত্য ফুটিয়ে তুলতে নিমন্ত্রণপত্রে ধাতু ও মূল্যবান রত্ন ব্যবহার করত, মূল্যবান ও দৃষ্টিনন্দন কাগজ ব্যবহার করা হতো এছাড়াও নিমন্ত্রণপত্রকে নান্দনিক করে তুলতে পত্র সজ্জায় লেইস ও রঙের ব্যবহার হতো (Martin, 2010)। শিল্পবিপ্লবোত্তর কালে লিথোগ্রাফির আবিষ্কার ও ব্যবহার বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি কার্ডে রূপান্তরিত হলো। যার প্রচলন আধুনিক সময়েও বিদ্যমান। ঊনবিংশ শতকে বাংলায় বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের প্রচলন শুরু হয় (Majumdar, 2009)। তবে অতীতে অখণ্ড ভারত ও বাংলায় আত্মীয়-পরিজনদের বাড়িতে গিয়ে মিষ্টি-পান-সুপারি হাতে দিয়ে বিয়ের আমন্ত্রণ জানাতে হতো। এছাড়াও সম্বন্ধপত্র বা লগ্নপত্র নামে লিখিত পত্রে বিবাহের পাত্র-পাত্রী, বংশ বিবরণ, যৌতুক চুক্তি এবং সাক্ষীর স্বাক্ষর সহ বিবাহের বিবরণ হাতে লেখা হতো। নথিগুলো অনেকটাই আইনি ও আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো (Majumdar, 2009)। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ছাপাখানার গোড়াপত্তন হলেও কেবল সরকারি কাগজপত্র, ধর্মপুস্তক এবং পাঠ্যবই ছাপানো হতো এসব ছাপাখানায় (শ্রীপান্থ, ১৯৭৭)। বিশশতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত হাতে লেখা পত্রের ব্যবহার ছিল পরবর্তীতে ছাপাখানার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্যান্য মুদ্রিত উপকরণের সাথে সাথে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রও ছাপানো শুরু হয়। মুদ্রণ প্রযুক্তির সহজলভ্যতা, সামাজিক পরিবর্তন এবং

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রীতিনীতির প্রভাবে বিবাহ নথিই নিমন্ত্রণপত্রের রূপ পায় (Majumdar, 2009)। ডিজিটাল প্রযুক্তির আবির্ভাবে নান্দনিক নকশায় বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র বা কার্ডের প্রচলন ব্যাপকভাবে বাড়তে শুরু করে। বর্তমানে ইন্টারনেট প্রযুক্তির উন্মেষে ইলেক্ট্রনিক নিমন্ত্রণপত্রের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। আধুনিক সময়ে বিয়ে নামক সামাজিক অনুষ্ঠানটির অনন্য অনুষঙ্গ নিমন্ত্রণপত্র অনেকটাই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

৩. প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

গত অর্ধশতক ধরে নিমন্ত্রণপত্রের ভাষা ও চিহ্নের ব্যবহার নানা আলোচনায় এসেছে, গবেষণা হয়েছে, তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে। তবে এই সব গবেষণার বেশির ভাগই ভাষাতত্ত্ব ও ভাষিক প্রকাশ সংক্রান্ত। তাই নিমন্ত্রণপত্রের বাচনিক ও অবাচনিক উপস্থাপনায় সমাজ ও সাংস্কৃতিক সংশ্লেষ আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সামাজিক পরিবীক্ষণে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের আধেয় ও চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই গবেষণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিষয় সংশ্লিষ্ট দেশি-বিদেশি সাহিত্য, প্রবন্ধ ও গবেষণার সাহায্য নেয়া হয়েছে, যা প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনার অংশ হিসেবে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো।

Sadri (2014) মনে করেন, নিমন্ত্রণপত্রের পাঠ্যের উপযোগিতা মৌখিক বক্তব্য চেয়ে বেশি অর্থবোধক ও প্রভাববিস্তারকারী। এই বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র সংশ্লিষ্ট গবেষণায় তিনি, নিমন্ত্রণপত্রের সচিত্র উৎস যেমন, নকশা, শৈলি, আকার ইত্যাদিকে নিমন্ত্রণপত্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ বলে মনে করেন। তিনি উল্লেখ করেন নিমন্ত্রণপত্রের চিত্রিত নকশা ও চিহ্নগুলো পাঠক মনে রাখে একইসাথে এই চিহ্নগুলো বার্তাকে সহজবোধ্য করে।

Momani ও Alrefae (2010) এর গবেষণায় জর্ডানে বিয়ের নিমন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত ১৫০টি নমুনা পত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়, নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলোর প্রকাশকাল ছিল ১৯৭৯ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত। গবেষণাটিতে নিমন্ত্রণপত্রের ভাষিক কাঠামো ও যোগাযোগীয় উদ্দেশ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের ভাষা ও চিহ্নের উপস্থাপনায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিকগুলোর প্রভাবকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Al-ali (2006) তার প্রবন্ধে আরবি ভাষায় লিখিত ২০০টি বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের উপাদানগুলোকে জর্ডানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করেছেন। গবেষণাটির ফলাফলে দেখা যায় নিমন্ত্রণপত্রের ভাষা ও চিহ্নে সংস্কৃতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ধর্ম ও জেন্ডার প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে।

Mehdipour, Eslami & Allami (2015) তাদের প্রবন্ধে আমেরিকান ও ইরানী সমাজে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রগুলোর ভাষিক ও চিহ্নতাত্ত্বিক উপস্থাপন এবং পার্থক্য বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষণাটিতে নমুনা হিসেবে উভয় সমাজের ৫০টি করে মোট একশটি নমুনা নিমন্ত্রণপত্র গ্রহণ করা হয়। ক্রিটিক্যাল ডিসকোর্স এনালাইসিসে উদঘাটিত হয়েছে দুই সমাজের ঐতিহ্যগত অভিযোজন, ধর্মীয় অনুষঙ্গ, পুরুষশাসিত সমাজে ম্যাসকুলিন পাওয়ার প্রাকটিস ইত্যাদি। দুটি সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান ও তাদের অবস্থান ভিন্ন হওয়ায় এই প্রভাবকগুলোর প্রভাবের ধরন ও তীব্রতা ভিন্ন ছিল।

Ahmed (2019) বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে ইরাকি ভাষার বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রকে সামাজিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে নিমন্ত্রণপত্র লেখার শৈলি পত্রের প্রকারভেদ, লিখিত এবং কথ্য বিবাহের আমন্ত্রণের বার্তার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

Mirzaei & Eslami (2013) তাদের গবেষণায় ১৫০ জন দম্পতির কাছ থেকে সংগৃহীত তাদের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের টেক্সটের স্পষ্টতা নিয়ে এবং সামাজিক পরিবর্তনের ফলে বার্তার পরিবর্তনের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এছাড়াও গবেষণাটিতে গবেষকদ্বয় দেখিয়েছেন সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কারণ, যেমন- শিক্ষা, জেন্ডার সমতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, পেশা এবং বয়স ইত্যাদি নিমন্ত্রণপত্রের বার্তা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

Gomaa & Malak (2010) তাদের প্রবন্ধে মিশরীয় আরবিতে লিখিত বিয়ের তিনশ নিমন্ত্রণপত্রের টেক্সচুয়াল এনালাইসিস করা হয়েছে। যেখানে ইসলাম ধর্মাবললম্বী এবং খ্রিস্টানদের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের কাঠামো ও যোগাযোগীয় উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলনা করা হয়েছে।

Clynes & Henry (2004) ব্রুনাই মালয় বিবাহের আমন্ত্রণের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যগুলো সনাক্ত করেছেন তাদের গবেষণায়। তারা ভাষা শৈলীর পাশাপাশি নিমন্ত্রণপত্রে ব্যবহৃত বার্তার যোগাযোগমূলক উদ্দেশ্যগুলো বিশ্লেষণ করেছেন।

Faramarzi, Elekaei & Tabrizi (2015) তাদের গবেষণা প্রবন্ধে ইরানের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করেছেন। যেখানে দুইশ নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে গবেষণাটি করা হয়েছে। গবেষণাটিতে নিমন্ত্রণপত্রের ধরন ও বিভিন্ন অভিব্যক্তি ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে একইসাথে এদের যোগাযোগীয় কার্যাবলি এবং এদের জেনেরিক উপাদান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপরন্তু, টেক্সটের অভিধানিক-ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য এবং পরিকল্পিত কাঠামো সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পাশাপাশি ইরানী ও ইসলামী রীতিনীতির একটি চিত্র উপস্থাপন করেছে।

বেগম ও ইসলাম, (২০২১) তাদের গবেষণা প্রবন্ধে নিমন্ত্রণপত্রের টেক্সট ও চিহ্ন বিশ্লেষণ করেছেন। যেখানে বাংলা নিমন্ত্রণপত্রের ভাষার পরিবর্তন-রূপান্তরের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

খায়রুন্নাহার, (২০২৩) দাওয়াত পত্রের বাককৃতি তত্ত্ব (Speech act theory) এবং বিনম্রতা তত্ত্বের (Politeness theory) মাধ্যমে নিমন্ত্রণপত্রে উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভাষিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের দাওয়াতপত্রে মানুষ কীভাবে তাদের অভিপ্রায় ও বাককৃতি সম্পন্ন করে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আলোচ্য সাহিত্য ও গবেষণাসমূহ এই গবেষণাটি পরিচালনায় অনুপ্রাণিত করেছে এবং দিকনির্দেশনা দিয়েছে, একইসাথে গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি নির্ধারণে সহায়তা করেছে। উক্ত গবেষণাগুলোতে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের বাককৃতি, অভিবাদন, বার্তার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা হলেও সামাজিক পরিবীক্ষণের বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত ছিল। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, বাঙালি সংস্কৃতিতে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র, পত্রের বার্তা ধরন, মাধ্যম এবং

এদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংশ্লেষ পঠিত গবেষণাগুলোর অলোচনায় উঠে আসেনি বিধায় বিষয়গুলো নিয়ে ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

৪. গবেষণার তাত্ত্বিক ধারণাসমূহ

গবেষণাটি পরিচালনা এবং আলোচনার ক্ষেত্রে যেসব ধারণা ও জ্ঞান গবেষণাটির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিযুক্ত এমন কয়েকটি তত্ত্বের সাহায্য নেয়া হয়েছে, যেমন- নিমন্ত্রণপত্রের ভাষা ও চিহ্নে সমাজের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যকে বহনকারী বিষয়কে ব্যাখ্যা এবং বার্তার অর্থ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বুঝতে স্টুয়ার্ড হল-এর এনকোডিং/ডিকোডিং তত্ত্ব (Encoding/Decoding) সহায়তা নেয়া হয়েছে। এছাড়াও চিহ্নবিজ্ঞান (Semiotics) এর মাধ্যমে চিহ্নভাষার ধারণা এবং চিহ্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের বার্তার সঙ্কেত উন্মোচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নিমন্ত্রণপত্রে ব্যবহৃত তথ্য দ্বারা সমাজ কাঠামো ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিশ্লেষণে সাংস্কৃতিক পুঁজি তত্ত্ব (Cultural Capital theory) অনুসরণ করা হয়েছে।

৪.১ চিহ্নবিজ্ঞান (Semiotics): চিহ্নবিজ্ঞানে মানবীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে চিহ্ন বা সঙ্কেতের বাহ্যিক রূপ ও অন্তর্নিহিত অর্থের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিশ শতকের ৬০-এর দশকে, চিহ্নের ধারণাকে গ্রহণ করে এই তাত্ত্বিক পটভূমির উদ্ভব ঘটেছিল। চিহ্নবৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল বক্তব্য হলো চিহ্নের গঠনে চিহ্নায়ক এবং চিহ্নায়িত প্রধান ভূমিকা পালন করে। তবে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত কোনোটিই সংশ্লিষ্ট পার্থিব বস্তুকে গঠন করে না বরং বিশেষ সংস্কৃতি এবং সমাজ প্রতিবেশে এদের পারস্পরিক সহযোজনায় চিহ্নের মাধ্যমে উক্ত বস্তুটির প্রতিফলন ঘটে (রহমান, ২০০৮)। আর এই চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত এর সম্পর্কও নির্ধারিত হয় বিরাজমান সামজিক ঐতিহ্যের নিরিখে। অর্থাৎ চিহ্নবিজ্ঞানের লক্ষ হলো সংস্কৃতিতে পর্যবেক্ষণ করা যায় এমন চিহ্নপদ্ধতির মাধ্যমে কোনো কিছুর অর্থোদ্ধার বা অবিনির্মাণ এবং বাচনিক ও অবাচনিক উভয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে বার্তার সংকেতগুলোকে ব্যাখ্যা করা (Griffin, 2012; Smith, 1966)।

চিহ্নবিজ্ঞানের জনক ফার্দিনান্দ দ্যা সোস্যুর মনে করেন, ভাষা মানুষের অভিজ্ঞতাকে আকার দেয়, অর্থের উৎপাদন ভাষার ওপর নির্ভরশীল (Saussure, 1966)। আর তাই তিনি এই ভাষাকে একটি চিহ্ন ব্যবস্থা হিসেবে অবিহিত করেন। চিহ্ন তখনই কাজ করবে যখন তা চিন্তাকে প্রকাশ করবে এবং যোগাযোগ স্থাপন করবে। তিনি মনে করেন, বস্তুজগৎ এবং ভাবজগতের সন্নিবেশ চিহ্নের মাধ্যমে বোধের প্রকাশ ঘটায়। সোস্যুরের ব্যাখ্যায় চিহ্ন দুটি অংশে গঠিত (Saussure, 1966)। তিনি চিহ্নকে দ্যোতক (signifier) এবং অর্থকে দ্যোতিত (signified) এর সমষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। দ্যোতক বস্তুকে নির্দেশ করে না বরং নির্দেশ করে বস্তুনির্দেশক প্রতিরূপ উচ্চারণ বা লেখনকে। অন্যদিকে দ্যোতিত নির্দেশ করে বস্তু সংক্রান্ত মনের কোনো ধারণাকে। সোস্যুর বলেন, একটি চিহ্ন অর্থবহ যেহেতু সেটি অন্য একটি চিহ্ন থেকে স্বতন্ত্র। একটি চিহ্নের সঙ্গে অন্য একটি চিহ্নের পার্থক্য আছে বলেই দুটি চিহ্ন অর্থবহ (মুখোপাধ্যায় ২০১৯, পৃ.১১)। এই গবেষণায় দ্যোতক (signifier) হলো নিমন্ত্রণপত্রের টেক্সট, চিত্রাশ্রয়ী প্রতীক এবং দ্যোতিত (signified) হলো এগুলোর সংস্কৃতি নির্মিত অর্থ। এই প্রবন্ধে নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলোর সমাজ চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় কীভাবে ভাষা, ছবি বা দৃশ্যগত উপস্থাপনায় বিভিন্ন চিহ্ন ও সংকেত সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ তৈরি করেছে।

এ গবেষণায় চিহ্নতত্ত্ব বিষয়ক আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাকে তুলে ধরা যায় যা চিহ্নতত্ত্বের আরেক দিকপাল চার্লস স্যান্ডার পার্সের (১৮৩৯-১৯১৪) ট্রায়াডিক মডেল (Charles Sanders Peirce's Triadic Model) নামে পরিচিত। সেখানে পার্স বোঝাতে চেয়েছেন, চিহ্ন সংবলিত একটি বার্তায় চিহ্ন উদ্ঘাটনের বা বার্তাটি গ্রাহক বুঝে ওঠার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় সম্পৃক্ত। চিহ্ন নিজে (sign), নির্দেশকারী বিষয়বস্তু (object) ও ব্যাখ্যাকারী (interpretant)। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যকার সম্পর্কই এই তত্ত্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের সংকেতাবদ্ধ আধেয় (পাঠ্য ও চিত্রাশ্রয়ী প্রতীক), মোটিফ এবং রঙের উপস্থাপনার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অর্থ বিশেষণে এই তত্ত্ব সাহায্য করেছে। কীভাবে প্রতীকের মাধ্যমে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা আধুনিকতার প্রভাব নিমন্ত্রণপত্রে উপস্থাপিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে। একইসাথে কীভাবে নিমন্ত্রণপত্রের আধেয় সামাজিক পরিচয়, ধর্মীয় মতাদর্শ, সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত তা উপলব্ধি ও ব্যাখ্যায় সাহায্য করেছে।

৪.২ সাংস্কৃতিক পুঁজি তত্ত্ব (Cultural Capital theory): ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী Pierre Bourdieu ক্ষমতা ও সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে এই তত্ত্বটি আলোচনা করেন। মার্কসবাদী দর্শনে দীক্ষিত বোর্দিউ বিশ্বাস করতেন, ক্ষমতার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক পুঁজির মালিকানা। এ তত্ত্বে তিনি অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক এই তিন ধরনের পুঁজির কথা উল্লেখ করেছেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজিকে তিনি 'disguised forms of economic capital' বা অর্থনৈতিক পুঁজির ছদ্মবেশী রূপ হিসেবে অবিহিত করেন (Huang, 2019)। সাংস্কৃতিক পুঁজি কীভাবে পুঞ্জীভূত হয় তার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন- বংশ মর্যাদা ও সামাজিক শ্রেণির কারণে প্রতিটি পরিবারের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় যা পরিবারের সদস্যদের প্রভাবিত করে ব্যক্তির সামাজিক আচরণ এবং তার প্রতি সমাজস্থ অন্য সদস্যদের আচরণ কেমন হবে বা হওয়া উচিত তার প্রত্যাশা তৈরি করে। পরিবারের এই প্রভাবকে তিনি 'imperceptible apprenticeships' হিসাবে উল্লেখ করেছেন (Sullivan, 2002)। তিনি মনে করেন, সাংস্কৃতিক পুঁজি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, ব্যক্তির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও সামাজিক পুঁজি অর্জনের একটি উপায় বলে মনে করেন। বোর্দিউ ব্যাখ্যা করেন যে, ব্যক্তি তার পরিবারে যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জ্ঞান লাভ করে তাকে সমৃদ্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ব্যবস্থা (Sullivan, 2002)। ভৌগোলিক অবস্থানকেও তিনি সামাজিক পুঁজি অর্জনের একটি প্রভাবক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সাংস্কৃতিক পুঁজি তত্ত্ব এই গবেষণার জন্য প্রাসঙ্গিক এ কারণে যে, এই তত্ত্বটির মাধ্যমে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র কীভাবে সামাজিক পরিচয়, মর্যাদা এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করেছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেমন- নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে পাঠ্য ও নকশার উপাদান, মোটিফ, নির্মাণ সামগ্রি, গঠন, উপস্থাপনা ইত্যাদি সামাজিক শ্রেণি, সমৃদ্ধি বা সাচ্ছল্য নির্দেশক চিহ্ন হিসেবে কাজ করেছে। নিমন্ত্রণপত্রে উপস্থাপিত বিষয়ের বিভিন্ন প্রতীকী উপস্থাপনা সম্পদ, শিক্ষা, পেশা ও সামাজিক অবস্থান নির্দেশক চিহ্ন হিসেবেও ভূমিকা রেখেছে।

৪.৩ এনকোডিং/ডিকোডিং তত্ত্ব (Encoding/Decoding Theory): স্টুয়ার্ট হলের এনকোডিং/ডিকোডিং তত্ত্বটিতে (১৯৭৩) মূলত মানবীয় যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বার্তাবদ্ধকরণ, বার্তা প্রেরণ ও বার্তা উন্মোচনের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। তার মতে, বার্তার অর্থ স্থির বা নির্দিষ্ট নয় বরং গ্রাহকের নিজস্ব বোধ ও উপলব্দির মাধ্যমে বার্তা উন্মোচন হয়, গ্রাহক নিজের মতো

করে বার্তার ব্যাখ্যা করে (Hall, 1997)। হলের মতে, এই প্রক্রিয়াটিতে তিনটি মূল ধাপ জড়িত। প্রথমত, এনকোডিং বা তথ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রেরক একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক কাঠামোর মধ্যে একটি বার্তা তৈরি করে। দ্বিতীয়ত, ডিকোডিং বা বার্তা গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রহিতা তাদের নিজস্ব সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক পটভূমির উপর ভিত্তি করে সেই বার্তাটি ব্যাখ্যা করে। তৃতীয়ত, আলোচনা ও বিরোধিতা, এ পর্যায়ে গ্রহিতা আরোপিত অর্থকে গ্রহণ, আলোচনা বা বিরোধিতা করতে পারে (Hall ,1980)। এই গবেষণায় তত্ত্বটি প্রয়োজনীয় এ কারণে যে, তত্ত্বটি বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের বার্তার এনকোডিং প্রেরক বা যিনি বার্তাটি পাঠাতে চায় তার বা সম্প্রদায়ের (সাংস্কৃতিক, সামাজিক বা আদর্শিক অবস্থান থেকে এমন প্রতীক, ভাষা, রঙ ও মোটিফ পছন্দ করে যা সে যে অর্থ তৈরি করতে চায় তারই অর্থের প্রতিনিধি হিসেবে উঠে আসে) মতাদর্শকে প্রতিফলিত করে। ভাষায় সম্মানসূচক পদ, পারিবারিক শ্রেণিবিন্যাস, আনুষ্ঠানিকতার ধরন, সামাজিক শ্রেণি, ধর্ম এবং ঐতিহ্যকে এনকোড করে। ডিকোডিং-এ (বার্তার প্রাপক বা গ্রাহকের কাছে যখন নিমন্ত্রণপত্রটি যায় তার সাংস্কৃতিক-সামাজিক অবস্থান ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে বার্তার অর্থ উন্মোচন হয়) বিভিন্ন প্রাপক তাদের পটভূমির উপর ভিত্তি করে বিয়ের কার্ডের প্রতীক ও ভাষাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। কখনো কখনো প্রাপক আংশিকভাবে বা উদ্দেশ্যমূলক অর্থ গ্রহণ করে এবং কিছু উপাদানকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। উদাহরণস্বরূপ, গ্রাহক নিমন্ত্রণপত্রে ব্যবহৃত ইংরেজি ভাষাকে আধুনিকতার প্রতীক হিসেবে ডিকোড করতে পারে আবার কেউ এটিকে সামাজিক প্রতিপত্তি প্রকাশক হিসেবেও দেখতে পারে। আবার বিরোধী পাঠ হিসেবে কোনো বার্তা গ্রাহক কোনো বার্তাকে তার জায়গা থেকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে বা ভুল হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারে। যদি কেউ পত্রকে অনাড়ম্বর ও সরল রাখার উদ্দেশ্যে কুরআনের বা বাইবেলের পঙতি যুক্ত না করে তবে কোনো রক্ষণশীল ইসলাম বা খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ব্যাক্তি সেই নিমন্ত্রণপত্রের বার্তাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে বিরোধিতা করতে পারে।

৫. গবেষণার উদ্দেশ্য, যৌক্তিকতা ও গবেষণা প্রশ্ন

সমাজের সদস্যগণ বিয়ের মতো একটি সামাজিক অনুষ্ঠানকে সেই সমাজের আলোকে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে পরিচালনা করে। এই সব কিছুই সংস্কৃতির অংশ অর্থাৎ কোনো সমাজে কোনো ভাষা ও প্রতীকের মাধ্যমে যোগাযোগীয় যে প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় সেই সমাজের মানুষের অর্থ উৎপাদন ও অর্থ উদ্ঘাটন প্রক্রিয়াটিও তাই সেই সমাজ ও সংস্কৃতি নির্দেশিত সিস্টেমের ছকে বাঁধা, সেই সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বমূলক, নির্দেশমূলক এবং অনুভূতিমূলক (Goodenough, 1964; D'Andrade & Egan,1974)। তাই বিয়ে নামের সামাজিক অনুষ্ঠানটির অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে নিমন্ত্রণপত্রও সমাজ ও সংস্কৃতির বিমূর্ত বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিফলন ঘটায়। একটি নিমন্ত্রণপত্র কীভাবে বাচনিক, অবাচনিক চিহ্নতাত্ত্বিক উপস্থাপনের মাধ্যমে সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করে তার অনুসন্ধানই এই গবেষণাটির মূল উপজীব্য বিষয়। বাংলাদেশে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক অবস্থানে এবং সে অবস্থানের পরিবর্তনে নিমন্ত্রণপত্রের আধেয় ও আঙ্গিকের যে পরিবর্তন ও পরিমার্জন লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে এই গবেষণার ফলাফলে তা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রভাবকের কারণে নিমন্ত্রণপত্রের ভাষার ধরনের পার্থক্য ও সাদৃশ্য এই গবেষণায় অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার সুবিধার্থে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে-

১. বাংলাদেশের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের সাধারণ পাঠ্য বা টেক্সট ও টেক্সটের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
২. পত্রের চিহ্নতাত্ত্বিক উপস্থাপনগুলো কেমন এবং এই উপস্থাপনা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে কী কী অর্থ নির্মাণ করছে?
৩. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবকগুলো কীভাবে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের ধরন, বার্তার উপস্থাপন ও এর নির্মাণ শৈলীকে প্রভাবিত করে?

বর্তমান গবেষণাটির বিশেষত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা হলো- এতে নিমন্ত্রণপত্রের টেক্সট, ও চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের আধেয়ে প্রকট বা প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত সমাজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীকায়িত রূপের ব্যখ্যা করা হয়েছে।

৬. গবেষণা পদ্ধতি ও নমুনায়ন

৬.১ গবেষণা পদ্ধতি: এই গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিয়ের নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একশটি (১০০) নিমন্ত্রণপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ (content analysis) করা হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণের আওতায় নমুনা নিমন্ত্রণপত্রের ব্যবহৃত টেক্সট অংশের বিশ্লেষণ (text analysis), রঙ বিশ্লেষণ (color analysis) করা হয়েছে। চিত্র বা চিহ্নের বিশ্লেষণ (semiotics analysis) করা হয়েছে যা সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, ধর্মীয় রীতিনীতি এবং সমজস্থ মানুষের সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে যা একইসাথে গবেষণা তত্ত্ব ও পদ্ধতি হিসেবে সহায়তা করেছে। এছাড়াও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য গবেষণার ফল দ্বৈতীয়িক উপাত্ত (secondary data) হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ নমুনায়ন: গবেষণাটিতে বাংলাদেশে বিয়ের নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ১০০টি নিমন্ত্রণপত্র উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের (purposive sampling) ভিত্তিতে নমুনা উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার সুবিধার্থে নিমন্ত্রণপত্রগুলোকে মূলত কিছু শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এখানে নিমন্ত্রণপত্রগুলোর নির্মাণ শৈলি, ব্যবহৃত বার্তা মাধ্যম, ধর্ম, ভাষা ও সময়সীমার উপর ভিত্তি করে নমুনা শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

• **নির্মাণ শৈলি ও বার্তা মাধ্যম:** হাতে লেখা, কাগজে বা কোনো পৃষ্ঠতলে মুদ্রিত এবং ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের জন্য নির্মিত নিমন্ত্রণপত্র।
• **ধর্ম:** বাংলাদেশের অবস্থানকারী প্রধান ধর্মাবলম্বী (মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নিমন্ত্রণপত্র।
• **ভাষা:** বাংলাদেশে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা প্রধানত বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে ব্যবহার করা হয় তাই এই দুই ভাষার নিমন্ত্রণপত্রই গবেষণার নমুনায় উঠে এসেছে।
• **সময়কাল:** স্বাধীনাতাত্তোর বাংলাদেশ আমল (১৯৭২-২০২৫), পাঁচ দশক।

৭. উপাত্ত বিশ্লেষণঃ বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের কাঠামো ও গঠন

আমন্ত্রণ হলো একটি যোগাযোগমূলক সামাজিক কর্ম, যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে (দের) সদয়ভাবে নির্দিষ্ট কোনো স্থানে অনুষ্ঠেয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও উপস্থিতির জন্য অনুরোধ জানানো হয় (Al-ali, 2006)। লিখিত নিমন্ত্রণপত্র যেকোনো আমন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, পূর্বে বাংলা সংস্কৃতিতে মৌখিক নিমন্ত্রণের যে প্রচলন ছিলো লিখিত নিমন্ত্রণপত্র তাতে নতুন সংস্কৃতির সংযোজন ঘটিয়েছে। তখন পত্র মারফত নিমন্ত্রণের শুরুতে বাংলা নিমন্ত্রণপত্রে একটি বাক্য জুড়ে দেয়া হতো, 'পত্র মারফত আমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনা করিবেন'। পরবর্তীতে বিয়ের নিমন্ত্রণের ক্ষেত্রে পত্র-ই রেওয়াজ হয়ে ওঠে। লিখিত বা ছাপা নিমন্ত্রণপত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যাকে তিনি 'আমন্ত্রণের মোড' হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় (Clark & Isaac, 1990)। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের আধেয় প্রসঙ্গে Jhons উল্লেখ করেছেন যে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের প্রধান দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে- এক. অনুষ্ঠান বিষয়ক বিশেষ টেক্সটের মাধ্যমে নিমন্ত্রিতকে তথ্য প্রদান, এবং দুই, যোগাযোগের বিশেষ ধরন উপস্থাপন (1997)। অর্থাৎ লিখিত নিমন্ত্রণপত্রে মূলত, বিয়ে সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করে- কবে, কখন, কোথায়, কী উপলক্ষ ইত্যাদি আমন্ত্রণকারী পত্রের মাধ্যমে আমন্ত্রিতের কাছে পৌঁছে দেয়। লিখিত নিমন্ত্রণপত্র বিভ্রান্তি দূর করতে সাহায্য করে। এই অধ্যায়ে নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলোর প্রধান উপাদান ও বৈশিষ্ট্য, যা এরই মধ্যে সামাজিক নিয়মাবলি, সংস্কৃতির চিহ্ন ও ঐতিহ্যের বাহক হয়ে উঠেছে একইসাথে নিমন্ত্রণপত্রের শৈলীকে প্রভাবিত করছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৭.১. বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের ভাষিক আধেয়

বিয়ের দিনটিকে উদ্‌যাপনের লক্ষে অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানোই নিমন্ত্রণপত্রের মূখ্য উদ্দেশ্য তাই নিমন্ত্রণ অবিভাষণই বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের মূল প্রতিপাদ্য (Hill, 2015)। একটি বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের আধেয় কী হয়ে থাকে এ বিষয়ে Raheja উল্লেখ করেন, বিয়ের উৎসবকে উদ্‌যাপনের জন্য বিয়ে সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য বর এবং কনের নাম, তাদের পদ-পদবি, পারিবারিক পদবি, পিতা-মাতার পরিচয়, বিবাহ সংক্রান্ত ঘোষণা, আয়োজকের নাম, অনুষ্ঠানের তারিখ, সময়, অনুষ্ঠানস্থলের ঠিকানা ইত্যাদি নিমন্ত্রণপত্রের মূল আধেয় (1995) ।

বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশে বিয়ের নিমন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত নিমন্ত্রণপত্রের আধেয়ের পাঠ্য বা টেক্সট অংশের বিশ্লেষণ করে যে বিষয়গুলো পাওয়া যায় তাকে মূলত ৭টি ভাগে ভাগ করা যায়।

৭.১.১. সূচনাঃ নিমন্ত্রণপত্রের এই অংশটির যোগাযোগীয় উদ্দেশ্য হলো বক্তব্য শুরু করা। বাংলাদেশি সংস্কৃতিতে বিয়েকে একটি পবিত্র অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাই নিমন্ত্রণপত্রের সূচনায় সৃষ্টিকর্তার প্রতি কোনো স্তুতি বাক্য থাকে। নমুনা পত্রগুলোতে (হাতে লেখা, ছাপানো বা ইলেক্ট্রনিক কার্ডে) পত্রের উপরের অংশে সেন্টার এলাইনমেন্টে সৃষ্টিকর্তার প্রতি স্তুতি, প্রার্থনা বাক্য দিয়ে বক্তব্যের সূচনা করা হয়েছে। মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনের বাণী ব্যবহার লক্ষণীয়, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম' বাক্যটির আরবি, বাংলা অথবা ইংরেজি রূপের ব্যবহার (যেকোনো একটির ব্যবহার দেখা যায়) কিংবা বাক্যটির বাংলা অনুবাদ 'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি' অথবা ইংরেজি অনুবাদ In the name of Almighty Allah… এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে 'শ্রী শ্রী প্রজাপতায়ে নমঃ', খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে 'Therefore what God has joined

together, let no one separate', 'Love is patient, love is kind... Love never fails' এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে 'ওম বৌদ্ধ নমঃ'। পত্রের অন্যান্য অংশের চেয়ে এই অংশে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি বা বাক্যগুলো অপেক্ষাকৃত মোটা বা তির্যক ফন্টে লেখা হয়, মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে কখনো আরবি ক্যালিওগ্রাফিক হরফে লেখা নমুনাগুলোতে বিদ্যমান, এছাড়াও এই বাক্যগুলো ধাতব রঙে বা টেক্সটের থেকে ভিন্ন কোনো রঙে হয়ে থাকে।

৭.১.২ বিয়ের বর-কনে ও তাদের পারিবারিক পরিচয়: নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলোর আধেয় হিসেবে দ্বিতীয় অংশে উপস্থাপিত হয় অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ বর ও কনের পরিচয়। বর-কনে ছাড়াও তাদের পরিবারের অভিভাবক বাবা ও মায়ের নাম এই অংশে উল্লেখ করা হয়। বর/কনে এবং তাদের পিতা মাতার নামের পূর্বভাগে কিছু ক্ষেত্রে পেশা ও সামাজিক অবস্থান নির্দেশক এই ধরনের সংযুক্তি দেখা গেছে। নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে (নমুনা সংখ্যা ১০০) ৪৬ শতাংশে প্রথমে বরের ও পরবর্তীতে কনের নাম ও পরিবারের পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে। আনুভূমিক মেকআপের ক্ষেত্রে কার্ডের বামদিকে বরের এবং ডানদিকে কনের পরিচয় রয়েছে ৪২ শতাংশে, মূল টেক্সটের অভ্যন্তরে বর-কনের নামের ক্ষেত্রে কনে পক্ষ থেকে প্রচারিত নিমন্ত্রণপত্রে কনের নাম আগে এবং বরের নাম পরে, আবার বর পক্ষ থেকে প্রেরিত পত্রে বরের নাম আগে ও কনের নাম পরে থাকছে। ২০০০ সালের আগের নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে বর-কনের মায়ের নামের উল্লেখ কম । মূলত ২০০০ সালের পরবর্তী সময়ে বর-কনের পিতার নামের সাথে মায়ের নামের সংযোজন দেখা গেছে। সম্বোধনের ক্ষেত্রে হিন্দু রীতিতে বর কনের নামের আগে কল্যাণীয়, কল্যাণীয়া; শ্রীমান, শ্রীমতি যুক্ত থাকে। পিতা বা মাতা মৃত হলে তাদের নামের আগে মরহুম বা স্বর্গীয় শব্দের উল্লেখ রয়েছে। নমুনা পত্রগুলোর ৯৮ শতাংশে পিতার নাম উল্লেখ রয়েছে। পত্রে সন্তান হিসেবে বর-কনের ক্রম উল্লেখ রয়েছে। ২% পত্রে কেবল বর-কনের পরিচয়ই উল্লেখ করা হয়েছে, পিতা-মাতা বা পরিবারের আর কারো নামের উল্লেখ নেই।

৭.১.৩ সম্বোধন ও আমন্ত্রণ বাক্য: এ অংশটি কিছু আনুষ্ঠানিক শব্দ এবং বাক্যের সমন্বয়ে সাজানো থাকে। সংগৃহীত সকল নমুনায় প্রায় একই ধরনের বাক্য ও বাক্যাংশ ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। এই অংশের শুরুতে নিমন্ত্রিতকে সম্বোধন জানানো হয়- জনাব, মহোদয়/ মহোদয়া, প্রতিভাজন, পরমআত্মীয়/পরমাত্মীয়া, মহাশয়/মহাশয়া ইত্যাদি। তবে সাম্প্রতিক ট্রেন্ড হলো নিমন্ত্রণপত্রে অল্প কথায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন। তাই একটি টেক্সট বডিতেই বর-কনে, পিতা-মাতার পরিচয় একইসাথে বিয়ের নিমন্ত্রণ ও অনুষ্ঠানের দিন, সময় ও স্থানের উল্লেখ করা হচ্ছে। তবে স্বাগত বক্তব্য হিসেবে- আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণ/ আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন..., আমারা অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, পরম করুণাময়ের রহমতে..., join us for the wedding of …, Cordially requeste your gracious presence …, Request the honour of your presence…, Invite to you…, Invite to you to celebrate… ইত্যাদি বাক্য রয়েছে। তা নমুনানিমন্ত্রণপত্রগুলোর যোগাযোগমূলক উদ্দেশ্য অর্থাৎ আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং একই অংশে আলোচ্য অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির উপস্থিতির জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়েছে।

৭.১.৪ আমন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের নাম বা পরিচয়: নিমন্ত্রণপত্রের উদ্দেশ্য আমন্ত্রণ জানানো। আলোচ্য অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির উপস্থিতির অনুরোধ জ্ঞাপন। নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলো লক্ষ

করলে দেখা যায়- আমন্ত্রণকারী হিসেবে বর/কনের পিতা জীবিত থাকলে পিতার নাম ব্যবহার করা হয়েছে। ২০০০ সাল পরবর্তী নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে পিতা ও মাতা উভয়ের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও পরিবারের বয়োজেষ্ঠ সদস্য হিসেবে বা পরিবার প্রধান হিসেবে বর/কনের পিতামহ বা পিতামহীর নামের উল্লেখ রয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর/কনের মা বা পিতামহীর নামের উপনাম বা বংশনাম অংশে স্বামীর নাম যুক্ত রয়েছে।

কেবল বর/কনের পিতার নাম	৩৮%
বর/কনের পিতা ও মাতা উভয়ের নাম	৫৬%
বর/কনের পিতামহ বা পিতামহীর নাম	২%
শুধু বর/কনের নাম	৪%
মোট	১০০%

সারণি ২: বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে আমন্ত্রণকারী ব্যক্তি

৭.১.৫ অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যঃ নিমন্ত্রণপত্রের এই অংশটিতে অনুষ্ঠানের সময়, তারিখ এবং অনুষ্ঠানের স্থানসহ তথ্য অনুষ্ঠান সম্পর্কিত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্পষ্ট করে উপস্থাপনার প্রয়াস থাকে। নমুনা পত্রগুলোর প্রতিটিতেই এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলো। বাংলাদেশি নিমন্ত্রণপত্রগুলো লক্ষ করলে দেখা যায়, মুসলমান বিয়ের আয়োজনের ক্ষেত্রে সাধারণত শুক্রবার, খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে শুক্রবার বা রবিবার ও সরকারি ছুটির দিনের প্রাধান্য রয়েছে, তবে সনাতন ধর্মের ক্ষেত্রে লগ্ন সংশ্লিষ্ট দিন প্রাধান্য পেয়েছে। বিবাহোত্তর সংবর্ধনা বা রিসেপশন পার্টির ক্ষেত্রে শুক্রবার/শনিবার/রবিবারে আয়োজন অধিক। আয়োজনের স্থানের ক্ষেত্রে গত দু'দশকে কনের পিত্রালয়, বরের পিত্রালয় অপেক্ষা কমিউনিটি হল, ক্লাব ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়াও বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পাদনের স্থান হিসেবে মসজিদ, মন্দির, গির্জা ইত্যাদির উল্লেখও রয়েছে। নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে প্রীতি ভোজের আয়োজনের সরাসরি উল্লেখ বা ইঙ্গিত রয়েছে। ২০০০ সাল পরবর্তী সময়ে সান্ধ্যভোজের আয়োজনের আধিক্য লক্ষণীয়।

৭.১.৬. উপসংহারঃ এই অংশটি নিমন্ত্রণপত্রের ষষ্ঠ অংশ। এই অংশটি আমন্ত্রণকারীর পক্ষ থেকে অনুরোধ হিসাবে কাজ করে। সাধারণত এই অংশটি একটি নিমন্ত্রণপত্রের প্রার্থনা রূপে বিনীতভাবে আমন্ত্রণ প্রক্রিয়াটি শেষ করার প্রচেষ্টা, তাই এটাকে ক্লোজিং মুভ বলা যেতে পারে (Al-ali, 2006)। সংস্কৃতি-ভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি এই অংশে সংযুক্ত থাকে।

৭.১.৭. বিশেষ বক্তব্যঃ প্রয়োজনীয় সম্পূরক তথ্য এই অংশে উল্লেখ করা হয়, এই তথ্য সাধারণত নিমন্ত্রণপত্রের নিচের বাম বা ডান পাশে ছোট ফন্টে লেখা থাকে। অনেক সময় বিশেষ বার্তা, নির্দেশনা আকারেও থাকতে পারে। বিয়ের মূল আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি অতিরিক্ত ও আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলো সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয় কখনও উপহার না আনার জন্য অনুরোধ, ড্রেসকোড, কোভিড পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার অনুরোধ ইত্যাদি এই অংশে থাকে।

৭.২. নিমন্ত্রণপত্রের চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

বিয়ের আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে মৌখিক বা বাচনিক লিখিত বক্তব্যের চেয়ে পত্রের নকশা, স্টাইল, আকার ও চিত্রাশ্রয়ী চিহ্নগুলো প্রাপকের মনে আরো গভীর ভাবে স্থায়ী হয় (Sadri, 2014)। বিয়ের মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে প্রথম যে চিহ্ন চোখে পড়ে তা হলো পত্রের বিভিন্ন রঙ। রঙতত্ত্ব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতিতে রঙের ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তৈরি করে। বাংলাদেশে বিয়ের কার্ডে ব্যবহৃত কাগজে নানা ধরনের রঙের ব্যবহার লক্ষণীয়। নমুনা কার্ডগুলোতে দেখা গেছে- সাদা, নীল, গাঢ় নীল, লাল, খয়েরি, হলুদ, সবুজ, গোলাপি, সোনালি, রূপালি, বেগুনি ইত্যাদি রঙ বা এসব রঙের সংমিশ্রণ। এছাড়াও প্রতিটি কার্ডের লেখার ফন্টে ভিন্ন ভিন্ন রঙের ব্যবহার দেখা গেছে। ফন্টের পার্থক্য ছিল আকারে ও ধরনে। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে ক্যালিওগ্রাফিক ফন্টের ব্যবহার দেখা গেছে। বিয়ের কার্ডের ক্ষেত্রে সাধারণত বাংলায় সিয়াম রূপালি, লিখন বাংলা, মোহিনী, চারুলিপি ইত্যাদি এর মতো অলঙ্কৃত ফন্টের ব্যবহার লক্ষণীয়। ইংরেজির ভাষার ক্ষেত্রে edwardian script, playfair display, classic serif, blacksmith ইত্যাদি ফন্টের ব্যবহার দেখা গেছে। নিমন্ত্রণপত্রে নিমন্ত্রণবার্তার প্রধান ভাষা বাংলা ও ইংরেজি হলেও মুসলমান ও হিন্দুরীতিতে বিয়ের ভিন্নতায় আরবি ও সংস্কৃত ভাষায় ধর্মীয় লিপির ব্যবহার কার্ডের সূচনা অংশে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে বাংলা বা ইংরেজিতে হরফে ধর্মীয় স্তবকের উচ্চারণের লিখিত রূপের সংযুক্তিও নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে দেখা গেছে।

এছাড়াও বিয়ের কার্ডে বহুল ব্যবহৃত চিহ্নগুলোর মধ্যে রয়েছে বর-কনের ছবি, বাঁশি, বাঁশি-বাদক, ঢোল, ঢোল-বাদক, প্রজাপতি, মঙ্গলঘট, দেবদারু পাতা, সিঁদুর-হলুদ ফোটা, ঘোড়ার গাড়ি, মেহেদি রাঙা হাত, দুটি আঙটি, জোড়া কবুতর, ময়ূর, ঘুঘু, হৃদয় চিহ্ন ইত্যাদি। সংস্কৃতি অনুসারে এসব চিহ্নের ব্যবহার ঘটেছে।

৭.২.১. অবাচনিক চিহ্ন বিশ্লেষণ: বাংলাদেশে বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রে ব্যবহৃত পত্রের চিহ্ন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধে প্রধান দুটি ভাগ করা হয়েছে। একটি অংশে অবাচনিক চিহ্ন এবং অপর অংশে রঙের সমাজ চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চিহ্নগুলোকে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক শ্রেণি, জাতিগত পরিচয় ভিত্তিক, নান্দনিক আনুষাঙ্গিক, আধুনিক সংযোজিত চিহ্ন ইত্যাদি ভাগে ভাগ করে চিহ্ন এবং তাদের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের ব্যাখ্যা করা হলো।

৭.২.১. ১. ধর্ম সংশ্লিষ্ট চিহ্ন

১. চন্দ্রাকৃতি/ তারকা বা নক্ষত্র (মুসলমান সম্প্রদায়): ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে চাঁদ-তারা ঐশ্বরিক আশীর্বাদ ও সমৃদ্ধির প্রতীক। সত্তর ও আশি দশকের কিছু পত্রে চাঁদ-তারা চিহ্নের উপস্থিতি দেখা গেছে।

২. ওম এবং স্বস্তিক চিহ্ন (হিন্দু সম্প্রদায়): হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে ওম আধ্যাত্মিক শক্তি ও স্বস্তিক চিহ্ন শুভ ও মঙ্গলের প্রতীক। ধর্মীয় পবিত্রতা এবং শুভ সূচনা অর্থে হিন্দু বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে ওম এবং স্বস্তিক চিহ্নের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়।

৩. প্রজাপতি (হিন্দু সম্প্রদায়): সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিয়েতে 'ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ/ শ্রী শ্রী প্রজাপতায়ে নমঃ' এর মাধ্যমে প্রজাপতিকে আহবান করা হয়, এখানে ব্রহ্মাকে প্রজাপতি রূপে

রূপায়িত করা হয়। এছাড়াও প্রজাপতি নতুন জীবনের প্রতীক। এটি আনন্দ এবং সমৃদ্ধির লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত।

৪. ক্রস (খ্রিষ্টান সম্প্রদায়): বিশ্বাস ও ঐশ্বরিক মিলনের প্রতিনিধিত্ব করে। দম্পতির নবযাত্রার জন্য পবিত্র আশীর্বাদ হিসেবে ক্রস চিহ্ন খ্রিষ্টান বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে ব্যবহৃত হয়।

৫. গৌতম বুদ্ধ (বৌদ্ধ সম্প্রদায়): বৌদ্ধ ধর্মানুসারীদের কাছে গৌতম বুদ্ধ পরম পূজনীয় তাই তারা জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু করতে বুদ্ধের ছবি নিমন্ত্রণপত্রে সংযুক্ত করে।

৬. পদ্ম ফুল (হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়): পদ্ম হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে পবিত্রতা এবং ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের প্রতীক, পূজার উপকরণ। তাই শুভ সুচনা বা পবিত্র সূচনা অর্থে নিমন্ত্রণপত্রে পদ্ম ফুলের ব্যবহার দেখা যায়।

৭. হলুদ ও সিঁদুর (হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়): ভারতীয়-বাঙালি সংস্কৃতিতে হিন্দু পরিবারের বিবাহে সিঁদুর ও হলুদের ব্যবহারের রীতি বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে (বসুমল্লিক, ২০২৩)। তাই বিয়ের অনুষঙ্গ হিসেবে নিমন্ত্রণপত্রেও হলুদ ও সিঁদুরের ফোঁটা ব্যবহারের রীতি প্রচলন ঘটে। হাতে লেখা নিমন্ত্রণপত্রের পর, ছাপা নিমন্ত্রণপত্রেও হলুদ ও সিঁদুরের ফোঁটা এঁকে দেয়া হতো। বর্তমান যুগে ই-মুদ্রণে এই হলুদ ও সিঁদুরের রূপক চিহ্ন হিসেবে লাল হলুদ রঙের ব্যবহার দেখা যায়। বিবাহে সিঁদুর ও হলুদের ব্যবহারের সমাজচিহ্নতাত্ত্বিক অর্থ রয়েছে। হলুদ পবিত্রতা, শুদ্ধতা, সৌভাগ্য, ও মঙ্গলময় আরম্ভের প্রতীক। হিন্দু সংস্কৃতিতে পূজায় মঙ্গল ঘটে সিঁদুরের চিহ্ন থাকে, যা শুভাশিষের প্রতীক।

৮. চিত্র ১: নিমন্ত্রণপত্রে ব্যবহৃত ধর্ম সংশ্লিষ্ট চিহ্ন

মুসলামান ধর্মাবলম্বীদের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে ব্যবহৃত চিহ্ন			
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে ব্যবহৃত চিহ্ন	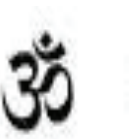		
খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে ব্যবহৃত চিহ্ন			

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে ব্যবহৃত চিহ্ন			

৭.২.১.২. নান্দনিক আনুষঙ্গ

- *ফুলের মোটিফ:* ফুল পবিত্রতা, ভালোবাসা, প্রেমের চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়। ধর্ম বা সামাজিক শ্রেণি, সম্প্রদায়, সময়ের সীমা অতিক্রম করে যুগ যুগ ধরে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে ফুলের মোটিফ ব্যবহৃত হচ্ছে। নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে পদ্ম, গোলাপ, লিলি, অর্কিড, বেলি এবং অন্যান্য ফুলের ব্যবহার দেখা গেছে। যা শুভ কিছুর সূচনা ও উৎসবের প্রতিনিধিত্ব করে।
- *জলপাই পাতা, দেবদারু পাতা, কলা পাতা, পান পাতা বা অন্যান্য পাতার মোটিফ:* সবুজ পাতা, জীবনের নতুন একটি অধ্যায়ের বিকাশ, প্রাণশক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক। কলা পাতা ও পান পাতা বাঙালি বিয়ের অনুষঙ্গ ও ঐতিহ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাই নিমন্ত্রণপত্রেও এগুলোর চিত্র রূপ দেখা গেছে। কলাপাতা বা কলা গাছের চিত্র কেবল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিমন্ত্রণপত্রে দেখা গেছে।
- *সোনালি, রূপালি বর্ডার, জামাদানি মোটিফ, আল্পনা বর্ডার:* সোনালী বা রূপালী বর্ডার আভিজাত্য এবং অনুষ্ঠানের জাঁকজমককে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, জামাদানি মোটিফ ও আল্পনা বর্ডার বাঙালি ঐতিহ্যকে নির্দেশ করে।

৭.২.১.৩. সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ক চিহ্ন

- *(বর-কনের ছবি/ মালা বদল/ টোপর):* কিছুটা সাবেকি ধাচের নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে মালা বদলের চিত্র যুক্ত রয়েছে। মালা বদল বাঙালি বিবাহ অনুষ্ঠানের অন্যতম ঐতিহ্য। ফুলের মালা বদলের মাধ্যমে বর-কনে একে অপরের প্রতি ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বর-কনের ছবিও নিমন্ত্রণপত্রের অন্যতম শৈল্পিক অনুষঙ্গ। বর্তমানে বর-কনের নিজস্ব ছবি বা কার্টুনি ইমেজও নিমন্ত্রণপত্রের সৌন্দর্য বাড়াতে ও অভিনবত্ব সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও সনাতন ধর্মের বিয়েতে রব-কনে শোলার টোপর ব্যবহার করে তাই নিমন্ত্রণপত্রে টোপরের ছবিও ব্যবহার করা হয়।
- *(ছাদনা তলা/ মণ্ডপ):* সনাতন ধর্মের বিবাহের ক্ষেত্রে মণ্ডপ বা ছাদনা তলা একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। তারই প্রতীকী উপস্থাপনা হিসেবে কিছু নিমন্ত্রণপত্রে ফুল পাতা মঙ্গলঘটে সজ্জিত ছাদনা তলা বা মণ্ডপ চিত্রিত হয়েছে।
- *(মঙ্গল ঘট/কলস):* সনাতন ধর্মের নিমন্ত্রণপত্রে মঙ্গল ঘট ও কলস দেখা যায় যা প্রাচুর্য এবং উর্বরতার প্রতীক। মঙ্গল ঘটের গায়ে সিদুর দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন বা ওম চিহ্ন আঁকা থাকে।

- *(বিয়ের আংটি/ যুগল আংটি)*: দম্পতির আংটি, বিয়ের আংটি অনন্ত প্রেম, দুটি জীবনের একত্রিত হওয়াকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। দম্পতির মধ্যে প্রতিশ্রুতি ও বন্ধনের প্রতীক হিসেবে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে আংটি বা যুগল আংটির প্রতীক ব্যবহার করা হয়।
- *(বাঁশি ও বাঁশি-বাদক, ঢোল/ ঢুলি, সেতার/ বেহালা)*: বাংলাদেশের বিয়ের কার্ডে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার মূলত সাংস্কৃতিক ও লোক ঐতিহের প্রতিফলন। বাংলাদেশ ও অখণ্ড ভারত উপমহাদেশের বিয়েতে গান-বাজনার রেওয়াজ রয়েছে যা বিয়ের আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও মিলনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণের বাঁশি চিরন্তন প্রেমের প্রতীক তাই বিয়ের কার্ডে বাঁশির ব্যবহার নবদম্পতির প্রেমময় জীবন ও ভালোবাসার চিহ্ন হিসেবে চিত্রিত হয়। বিয়ের কার্ডে ঢোলের প্রতীকী ব্যবহার বিয়ের উৎসবের আমেজকে চিহ্নিত করে। অন্যদিকে, সেতার ও বেহালা আভিজাত্য ও সুরের প্রতীক একইসাথে বিয়ের আবহ প্রকাশক চিহ্ন।
- *(মেহেদি রাঙা হাত)*: কনের হাতের মেহেদি বাঙালি ও দক্ষিণ এশীয় বিয়েতে কনের সাজের অপরিহার্য ঐতিহ্য। বিয়ের কার্ডে মেহেদি রাঙা হাতের ব্যবহার এই ঐতিহ্য ও আবেগেরই প্রতিচ্ছবি যা শুভ লক্ষণ ও সৌন্দর্যের প্রতীক। বাঙালি সংস্কৃতিতে মেহেদির গাঢ় রঙকে নবদম্পতির ভালোবাসার গভীরতার চিহ্ন হিসেবে ধরা হয়।
- *(হৃদয় চিহ্ন)*: হৃদয় চিহ্নের বিশ্বজনীন অর্থ হলো এটি প্রেম ও বন্ধনের প্রতীক। একইসাথে হৃদয় চিহ্ন ভালোবাসা, আবেগ প্রকাশক। এটি নবদম্পতির পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও একাত্মতাকে নির্দেশ করে।

৭.২.১.৪. প্রাণী/পাখির মোটিফ

- জোড়া কবুতর, জোড়া ঘুঘু ও হংস মিথুন: এরা শান্তি, প্রেম ও সম্প্রীতির প্রতীক, ছন্দময় বিবাহিত জীবনের নির্দেশ করে। এছড়াও চিরন্তন প্রেম পবিত্রতা ও ঐশ্বরিক আশীর্বাদের প্রতিনিধিত্ব করে।
- ময়ূর/ ময়ূরের পেখম: ময়ূর সৌন্দর্য আভিজাত্য ও মহিমার প্রতীক, ময়ূর স্থায়িত্ব ও অমরত্বের প্রতীক। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে ময়ূর আনন্দ ও উদযাপনকে প্রতীকায়িত করে। হিন্দু সংস্কৃতিতে ময়ূর ঐশ্বরিক প্রেম নির্দেশ করে।
- পালকি/ঘোড়া/ হাতি/ঘোড়ার গাড়ি: অতীতে বাঙালি সংস্কৃতিতে বিয়ের পর বর কনেকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পালকি ব্যবহার করতো। এটি ছিল নববধূর নতুন জীবনের সূচনা ও এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে যাওয়ার প্রতীক। নিমন্ত্রণপত্রে পালকির ব্যবহার সেই পুরনো রীতির চিহ্ন হিসেবেই প্রতীকায়িত। হাতি বা ঘোড়ার গাড়ি আভিজাত্য ও রাজকীয়তার প্রতীক অতীতে বিয়ের দিনে বর ঘোড়ার গাড়ি, হাতি বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে কনের বাড়িতে যেতো। তাই এটি নতুন জীবনের শুভসূচনার প্রতীক।

চিত্র ২: নিমন্ত্রণপত্রে ব্যবহৃত নান্দনিক অনুষঙ্গ, সাংস্কৃতিক আচার সংশ্লিষ্ট চিহ্ন

৭.২.২ রঙের ব্যবহার

রঙ হলো দুটো ভিন্ন প্রতীতি- প্রথমটি, মানুষের দর্শনানুভূতি বিশেষ কোনো আলো থেকে রঙের বিষয়ে যে অনুভব পায় এবং অপরটি হলো-বস্তুর বিশেষ ধর্ম হিসেবে রঙ, যার ফলে বস্তুটির নির্দিষ্ট বর্ণের আলোককে প্রতিফলিত করে (ইসলাম, ২০১৯)। বস্তুটিকে যদি এমন কোনো আলোয় দেখা হয়, যাতে নির্দিষ্ট বর্ণের আলোটি অনুপস্থিত তবে বস্তুটি কখনোই ওই বর্ণ হিসেবে প্রতিভাত হবে না। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, রঙ মানুষের এক ধরনের চাক্ষুষ সংবেদন, যার অস্তিত্ব মানব মনে সচেতনতা ও মনোযোগ সৃষ্টি করে। এতে প্রতীয়মান হয় রঙ মানুষের চোখে এক ধরনের বোধ তৈরি করে একই সঙ্গে মস্তিষ্ক ও মনে অর্থবোধ হয় (দাশগুপ্ত, ২০১৫)। রঙের মনস্তত্ত্ব বা color

psychology হলো মানব আচরণের একটি নির্ধারক হিসাবে রঙের ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনা। মনোবিজ্ঞানীদের যুক্তি অনুসারে মানব মনে রঙের প্রভাব রয়েছে। ব্যক্তির ওপর রঙের প্রভাব অনেকটাই ব্যক্তিগত (Cole, 1993)। রঙতত্ত্বের পথিকৃৎ রুশ চিত্রশিল্পী ক্যান্ডিনস্কি (Kandinsky, 1977) রঙের যোগাযোগীয় ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন রঙের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দেখান, তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, রঙ সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে বাচনিক ভাষার অনুষঙ্গ হয়ে ভাব প্রকাশের ক্ষমতা রাখে (ইসলাম, ২০১৯)। ব্যক্তি কীভাবে রঙ অনুভব ও অনুধাবন করে তাতে তার লিঙ্গ, বয়স, সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রভাব ফেলে। এ প্রসঙ্গে D'andrade & Egan (1974) বলেন, রঙের সাংস্কৃতিক প্রভাব অবিসম্ভ্যাবী। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে রঙের ব্যবহার কেবল নান্দনিকতার জন্য নয়, রঙের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় ধর্মীয় বিশ্বাস, সাম্প্রদায়িক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ব্যক্তিগত পছন্দ। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রেও রঙের ভিন্নতা দেখা দেয় তেমনি একই সংস্কৃতিতে রঙ পছন্দের ক্ষেত্রে থাকে সাযুজ্য। রঙতত্ত্ব ও সমাজ চিহ্নতত্ত্ব অনুসারে সমাজ-সাংস্কৃতিক ও সাম্প্রদায়িক প্রেক্ষাপটে নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে ব্যবহৃত রঙের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এ অংশে আলোচনা করা হলো।

৭.২.১. সাদা ও সাদাটে: নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক (৪৭টি) সাদা বা সাদাটে রঙের। সাদাকে আলোর রঙ হিসেবে ধরা হয়। লেখার উপকরণ হিসেবে সাদা খড়িমাটির ব্যবহার প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই চলে এসেছে। সাদা পৃষ্ঠতলে কালো বা অন্য রঙের লেখা সুপ্রস্ফুটিত হয়, যার পঠনযোগ্যতাও বেশি। সাদা আধ্যাত্মিকতা, বিশুদ্ধতা, পুণ্য আত্মা এবং পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে সাদা বিবাহের পোশাক, যা নির্দোষ এবং বিশুদ্ধতার প্রতীক। এশীয় সংস্কৃতিতে সাদাকে হীরার সাথে তুলনা করে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। ইসলাম, হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্মে সাদা বিশুদ্ধতার প্রতীক তাই সময় ও সামাজিক শ্রেণি নির্বিশেষে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে মূলত শান্তি, পবিত্রতা এবং সর্বোপরি পঠন ও নকশা ফুটিয়ে তোলার সুবিধার্থে সাদা রঙের পৃষ্ঠতল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৭.২.২. লাল: প্রাচীন সভ্যতা থেকে শুরু করে রেনেসাঁ পরবর্তী এবং আধুনিক সময়ে লালের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বেশি। লালকে আগুনের রঙ হিসেবে ধরা হয়, বর্ণচক্রে লাল উষ্ণ রঙ বা (warm color)। পৃথিবীজুড়ে তাই লাল আবেগ, প্রেম ও ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভারত, চীন এবং এশীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে লালকে সুখ, মঙ্গল এবং সৌভাগ্যের রঙ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিয়ের কনের পোশাকে লাল রঙ ব্যবহার হয়, হিন্দু ধর্মে লাল, প্রেম ও উদযাপনের রঙ। পূজা-অর্চনা ও কোনো শুভ সূচনায় লালের ব্যবহার লক্ষণীয়। মূলত ভারতীয় ঐতিহ্য ও প্রচলনের কারণে বাংলাদেশে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে লাল রঙের অধিক ব্যবহার লক্ষণীয়।

৭.২.৩. গোলাপি ও বেগুনি: গোলাপি হলো লালের কোমল রূপ। গোলাপ ফুলের নামানুসারে বাংলায় এই নামকরণ। পশ্চিমা বিশ্বে রেনেসাঁ ও পরবর্তী সময়ে গোলাপি রঙকে নারীত্বের রঙ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। গোলাপিকে মমতা, ভালবাসা ও কোমলতার চিহ্ন হিসেবে ধরা হয়। বর্ণচক্রে লাল এবং নীল রঙের মিশ্রণে উৎপন্ন হয় বেগুনি রঙ। ঐতিহ্যগতভাবে বেগুনি এখনো আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত। এছাড়াও নারীত্ব, রোম্যান্স এবং কোমলতা প্রকাশে বেগুনি রঙ ব্যবহৃত হয় (ইসলাম, ২০১৯)। এই রঙগুলো ধর্মীয় প্রতিনিধিত্ব করে না। নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলেতে গোলাপি ও বেগুনির ব্যবহার যথাক্রমে ভালবাসা, কোমলতা, আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত

হয়েছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও সাম্প্রতিক নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে এই রঙগুলোর ব্যবহার দেখা গেছে।

৭.২.৪. নীল ও আকাশি: বর্ণচক্রে নীল শীতল রঙ (cool color)। আকাশ ও সমুদ্রের রঙ নীল বলে বিশালতা, জ্ঞান, আনুগত্য ও প্রশান্তি, বিশ্বস্ততা নির্দেশ করে। নীল বিশ্বাসযোগ্যতা, নির্মলতা প্রকাশ করে। কখনো কখনো নীলকে ভালোবাসার রঙ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে নীল ধর্মীয় তাৎপর্য বহন করে না। অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও সাম্প্রতিক নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে এর ব্যবহার দেখা গেছে। নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে প্রশান্তি ও ভালোবাসার নির্দশন রূপে নীল ও আকাশি রঙের ব্যবহার করা হয়েছে।

৭.২.৫. সবুজ: সবুজ রঙ পরিবেশ ও প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ এবং সম্পর্কযুক্ত, যেমন-ঘাস, গাছের পাতা ইত্যাদি সবুজ, তাই সবুজকে প্রকৃতি, স্বাস্থ্য, সহানুভূতি, উদারতা, আশা, নতুন জীবনের প্রতীক, শক্তি, উর্বরতা এবং মমত্ববোধের প্রতিনিধি মনে করা হয়। পাশ্চাত্যে সবুজকে সৌভাগ্য, সতেজতার রঙ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে মূল রঙ হিসেবে সবুজ রঙের ব্যবহার ছিল তুলনামূলক ভাবে কম, কেবল পাতা ও অন্যান্য নকশার ক্ষেত্রে সবুজ রঙের ব্যবহার দেখা গেছে। সবুজ ইসলাম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ রঙ হলেও ধর্মীয় বিবেচনায় নিমন্ত্রণপত্রে সবুজের ব্যবহার দেখা যায়নি।

৭.২.৬. হলুদ ও কমলা: হলুদ বর্ণচক্রের অন্যতম দৃশ্যমান রঙ। সূর্য ও স্বর্ণের রঙকে প্রতিনিধিত্ব করে হলুদ। প্রাগৈতিহাসিক কালে স্বর্ণের সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে মিশরে হলুদ চিরন্তন এবং অবিনশ্বরতার চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। বর্তমানে এটি সুখ, আলো, শক্তি, আনন্দের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে আগুনের রঙ বলে হলুদ ও কমলাকে পবিত্র শুদ্ধতার প্রতীক বিবেচনা করা হয়। নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলোর মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মানুসারীদের বিয়ের নিমন্ত্রণের জন্য প্রস্তুতকৃত পত্রগুলোর মূল পৃষ্ঠতল ও নকশায় হলুদ ও কমলার আধিক্য রয়েছে।

৭.২.৭. কালো: বাঙালি সংস্কৃতিতে কালোকে শোক, দুঃখ এবং অন্ধকারের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে বর্তমানে কালোকে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করা হয়। সে কারণে ইদানিং নিমন্ত্রণপত্রে কালো, ধূসর, কালচে রঙের পৃষ্ঠতলে সোনালি বা রূপালি ফন্টে লেখার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। যা দৃষ্টি নন্দন একইসাথে আভিজাত্যকে নির্দেশ করে। নিমন্ত্রণপত্রে কালো রঙের ব্যবহারে ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে।

৭.২.৮. সোনালি, রূপালি বা ধাতব রঙ: সোনালি ও রূপালি দামি ধাতুর রঙ তাই এই রঙগুলো আভিজাত্য, বিলাসিতা, সমৃদ্ধি ও উদযাপনকে প্রতিনিধিত্ব করে। এছাড়াও, সোনালিকে সৌন্দর্যের রঙ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ধর্মে সোনালি তাৎপর্যময় ও পবিত্র রঙ এছাড়াও বাঙালি ঐতিহ্যে ধাতুর রঙ দিয়ে আভিজাত্য, পবিত্রতা ও ঐশ্বর্যকে বোঝায়। নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে টেক্সট-এর ফন্টের রঙ হিসেবে সোনালি ও রূপালি রঙের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি, কারণ ধাতব রঙগুলো নকশা উপকরণগুলোকে জাকজমকপূর্ণ, অধিকরতর আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিগোচরে সহায়তা করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়াও পৃষ্ঠতল হিসেবেও ধাতব রঙের উপস্থিতি দেখা গেছে।

৭.৩. বার্তা মাধ্যম ও বার্তা উপস্থাপনা : নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলোর মধ্যে বার্তার মাধ্যমের ধরন অনুসারে তিন প্রকারের পত্র রয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় বার্তা মাধ্যম বার্তার ধরনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। নিমন্ত্রণপত্রের বার্তা উপস্থাপনার ধরনে হাতে লেখা, মুদ্রিত ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে পার্থক্য বিদ্যমান। মাধ্যম ভেদে বার্তার উপস্থাপনা, অনুভূতি প্রকাশের কার্যকারিতাও ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- হাতে লেখা নিমন্ত্রণপত্র ব্যক্তিগত ও আত্মিক সম্পর্কের চিহ্ন ও আন্তরিকতা বহন করে। তবে তথ্য ও নকশার ক্ষেত্র সংক্ষিপ্ত। মুদ্রিত পত্রের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব ও আভিজাত্যের প্রকাশ রয়েছে, বিভিন্ন ফন্ট, ডিজাইন, পৃষ্ঠতল (কাগজ, কাঠ, কাপড়, মেটালিক ফাইবার, প্লাস্টিক ফাইবার) ও রঙের ব্যবহার নিমন্ত্রণপত্রকে আকর্ষণীয় করে তোলে। একইসাথে এটি পরিশীলিত ও আধুনিক ভাবমূর্তি প্রকাশক। এতে তথ্যবিভ্রাটের সম্ভাবনা কম থাকে। অন্যদিকে ইলেক্ট্রনিক নিমন্ত্রণপত্র ডিজিটাল ফরম্যাটে তৈরি ও উপস্থাপিত হয়, যা ইমেইল, সোশ্যাল মিডিয়া বা বিশেষ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পাঠানো যায়। অ্যানিমেশন, ভিডিও, ছবি ও গান সংযোজন করে এটিকে আরও আকর্ষণীয় ও ইন্টারেক্টিভ করা যায়। ইলেক্ট্রনিক নিমন্ত্রণপত্র দ্রুততম সময়ে অধিক মানুষের কাছে সহজে বার্তা পৌঁছে দিতে পারে। একইসাথে এটি পরিবেশ-বান্ধব, কারণ এতে কাগজের ব্যবহার হয় না। তবে গত পাঁচ দশকের হিসেবে বাংলাদেশে মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্রের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি।

৮. ফলাফল বিশ্লেষণ

গত পাঁচ দশকে, স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের নকশা, বিষয়বস্তু, ভাষা ও বার্তা মাধ্যমে ক্রম পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনগুলো মূলত সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে ঘটেছে। পরিবর্তনগুলোতে প্রভাবক হিসেবে সামাজিক রীতিনীতি, মানুষের রুচি-পছন্দ, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব ও পরিবেশ সচেতনতার মতো বিষয়গুলো ভূমিকা রেখেছে। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র কেবল বিয়ের অনুষঙ্গ বা বিবাহ সংক্রান্ত তথ্য জ্ঞাপক মাধ্যম হিসেবেই নয় বরং হয়ে উঠেছে বর ও কনের ব্যক্তিত্বের প্রকাশক, পরিবারের সামাজিক অবস্থান নির্দেশক এবং একইসাথে সংস্কৃতির প্রতিনিধি।

৮.১. বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রে সামাজিক-সাংস্কৃতিক চিহ্ন: মানুষের জীবনে তার প্রতিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ ও প্রতিবেশে বিরাজমান সংস্কার ও রীতিনীতি ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তার ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাস, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ ও মনোভাব। এই সবকিছুর মিশেলেই তার সংস্কৃতি। মূলত সংস্কৃতি সমাজস্থ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের অনুশীলন। তাই ভিন্ন ভিন্ন সমাজে মানুষের বিশ্বাস, উপলব্ধি, জ্ঞান ও আচরণের ভিন্নতর প্রকাশ সাংস্কৃতিক প্রকাশকে ভিন্ন করে তোলে। সেই প্রকাশ বাচনিক কিংবা অবাচনিক যেকোনো রূপেই হতে পারে। বিয়ে যেহেতু একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাই এর পুরো প্রক্রিয়ায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা অনুশীলন বিদ্যমান। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের ধরন, বার্তার উপস্থাপন এবং এর নির্মাণশৈলি সরাসরি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত। এই প্রভাবকগুলোই নির্ধারণ করে একটি নিমন্ত্রণপত্র কেমন হবে, কী বার্তা দেবে এবং কীভাবে তা তৈরি করা হবে। উদাহরণস্বরুপ- প্রতিটি পরিবার বংশ পরম্পরায় কিছু নির্দিষ্ট রীতিনীতি ও ঐতিহ্য অনুসরণ করে। নিমন্ত্রণপত্রের নকশা, ভাষা এবং তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সেই ঐতিহ্যের ছাপ স্পষ্ট হয়। নিমন্ত্রণপত্রের ভাষ্যে, পত্রে পিতা-মাতার বা অন্য সদস্যদের নাম পত্রে যুক্ত করার ক্ষেত্রে, এমনকি পত্রের অলঙ্করণে অবাচনিক চিহ্ন ব্যবহারে,

নিমন্ত্রণপত্রের আকার ও মাধ্যম ধরন কী হবে তাও পারিবারিক ঐতিহ্য ও প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়। বিবাহের নমুনা পত্রগুলোর আধেয় বিশ্লেষণে এই প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে এটিও সত্য যে, সময় ও সংস্কৃতির পরিবর্তন, শিল্পায়ন, প্রযুক্তিক বিকাশ, সাংস্কৃতিক অভিযোজন, পরিশীলন, ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক শ্রেণি প্রভাব, বহিঃসংস্কৃতির প্রবেশ সবকিছুর মিশেলে নিমন্ত্রণপত্রের আধেয় ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে যা পরিবারগুলোর মাধ্যমেই গৃহীত হচ্ছে।

৮.২. ধর্মকেন্দ্রিক পরিচিতি ও উপস্থাপনা: বাংলাদেশের সমাজে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপকরণ। বিয়ে অনেকাংশেই সামাজিক-ধর্মীয় অনুশীলন। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে তাই ধর্মকেন্দ্রিক বাক্যাদি ও চিহ্নের স্পষ্ট উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এদেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধসহ অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পালন করে। প্রতিটি ধর্মেরই নিজস্ব প্রতীক, প্রচলিত রীতি ও ঐতিহ্য রয়েছে যা নিমন্ত্রণপত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মের অনুসারিরা বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে তাদের ধর্মীয় আচার ও রীতিনীতির ছাপ রাখে, যেমন- বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে নিজ নিজ ধর্মের প্রার্থনা বাক্য দিয়ে সূচনা করা, ধর্মীয়ভাবে শুভ চিহ্ন ও রঙের ব্যবহার করা ইত্যাদি। বিবাহিত দম্পতিকে ও বিবাহকে আশীর্বাদ করার জন্য, এমনকি অনেক সময় আমন্ত্রিতদের আশীর্বাদ করার জন্যও বিশেষ ধর্মীয় স্তবক বা প্রার্থনাসূচক বাক্য নমুনাগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে। সনাতন ধর্মের বিয়ের ক্ষেত্রে বর/কনের গোত্র মিলনের যে রীতি প্রচলিত সে বিষয়টিও নিমন্ত্রণপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে নমুনা নিমন্ত্রণপত্রের মধ্যে ৭% পত্র ধর্মকেন্দ্রিক উপস্থাপনা সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছে। যাতে খুবই অল্পভাষায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোর নান্দনিক উপস্থাপনের দিকেই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৮.৩ পরিবার কাঠামো: বাংলাদেশে মূলত যৌথ পরিবার কাঠামো বিদ্যমান। তবে বর্তমান সময়ে একক পরিবার সংখ্যা বাড়ছে। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে পরিবার কাঠামোর প্রচ্ছন্ন উপস্থাপন ঘটেছে, যেমন- কখনো কখনো নিমন্ত্রণদাতা হিসেবে বর-কনের পিতামহ বা পিতামহীর নাম উল্লেখ দেখা গেছে। এছাড়াও অভ্যর্থনায় পরিবারের ছোট সদস্য অর্থাৎ ভাই, বোন বা বর-কনের ভাই বা বোনের সন্তানদের নাম উল্লেখ থাকে যা যৌথ পরিবার কাঠামোর চিহ্নের প্রতিনিধিত্ব করে। বাংলাদেশের সিংহভাগ পরিবার পিতৃতান্ত্রিক তার চিহ্ন পাওয়া যায় বর/কনের পদবীতে। নমুনা পত্রগুলোতে ৭১% বর/কনে পিতার পারিবারিক পদবীধারী। তবে গত এক দশকে নিমন্ত্রণপত্রে পারিবারিক সদস্য বাহুল্য কমিয়ে বিবাহ কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান ও বর/কনেকে প্রাধান্য দিয়ে নিমন্ত্রণপত্র তৈরির রেওয়াজ গড়ে উঠেছে।

৮.৪ অর্থনৈতিক ও পেশাগত অবস্থান: নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে বর/কনের পারিবারিক পদবি, প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রির পদবি, দাপ্তরিক পদবি ইত্যাদি নামের অগ্রভাগে বা পশ্চাতে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। বর ও কনের নিজের ও পরিবারের সামাজিক অবস্থান চিহ্নিতকরণের লক্ষে (অধ্যাপক, ব্যারিস্টার, মেজর, কর্নেল, আইনজীবী, এমপি ইত্যাদি) শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দেশকারী পদবীও সাধারণত নামের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রকৌশলী, ডাক্তার, ড., পিএইডি ইত্যাদি)। আবার ধর্মীয় দিক থেকে কিছু পদবি (আলহাজ্ব, হাজী, মৌলভী, মাওলানা, ফাদার, পণ্ডিত ইত্যাদি) লক্ষ করা গেছে। এ পদবিগুলো সমৃদ্ধি, সামাজিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার নির্দেশক। সাংস্কৃতিক পুঁজি তত্ত্ব

অনুযায়ী, সাংস্কৃতিক পুঁজি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসে। বোর্দিউ ব্যাখ্যা করেন শিক্ষাগত যোগ্যতা, ব্যক্তির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সামাজিক পুঁজি অর্জনের একটি উপায়। ব্যক্তি তার পরিবারে যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জ্ঞান লাভ করে তাকে সমৃদ্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ব্যবস্থা (Sullivan, 2002)। লিখিত তথ্য ছাড়াও নিমন্ত্রণপত্রের উপকরণও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটায়, যেমন- উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো সাধারণত আড়ম্বরপূর্ণ ও ব্যয়বহুল নিমন্ত্রণপত্র পছন্দ করে, যা তাদের সামাজিক অবস্থান ও প্রতিপত্তিকে প্রতিফলিত করে। অন্যদিকে, মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারগুলো সাশ্রয়ী মূল্যের মধ্যে আকর্ষক ও কার্যকরি নিমন্ত্রণপত্র পছন্দ করে। নমুনা পত্রগুলোর বিশ্লেষণে দেখা গেছে, পরিবারের অর্থনৈতিক সামর্থ্য নিমন্ত্রণপত্রের গুণমান, কাগজের ধরন, মুদ্রণ কৌশল এবং অলঙ্করণের ব্যবহারকে সরাসরি প্রভাবিত করেছে। তাই বলা যায়, নিমন্ত্রণপত্রের উপকরণ ও উপস্থাপনা ব্যক্তি ও পরিবারের সম্পদ, শিক্ষা, পেশা ও সামাজিক অবস্থান নির্দেশক চিহ্ন হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।

৮.৫ লৈঙ্গিক সমতা কিংবা আধিপত্য: নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উন্নয়নশীল বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারীদের প্রতি সমতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিস্থিতি উন্নত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নারী বা কনের নামের পাশে পদবি (ডাক্তার, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, ড. ইত্যাদি) যুক্ত হচ্ছে যেখানে বিশশতকের নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে সেই হার ছিল খুবই কম (নারী ১%, পুরুষ ৭%) একুশ শতকে তা বৃদ্ধি পেয়েছে (নারী ৮%, পুরুষ ১৪%)। নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলো লক্ষ করলে দেখা যায়- আমন্ত্রণকারী হিসেবে বর/কনের পিতা জীবিত থাকলে পিতার নাম (৩৮%) ব্যবহার করা হয়েছে। ২০০০ সাল পরবর্তী নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে পিতা ও মাতা উভয়ের নাম (৫৬%) ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর মধ্যে (৩%) নিমন্ত্রণপত্রে মায়ের নাম পিতার নামের আগে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ৭১% ক্ষেত্রে বর/কনে পিতার পারিবারিক পদবীধারী।

৮.৬ ভিন্ন-সংস্কৃতির প্রভাব: বাংলাদেশি বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রগুলো মূলত মিশ্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রতিবিম্বিত করে। যেখানে স্বদেশীয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি সমানভাবে বিদেশী ঐতিহ্যও প্রভাবিত করেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলাদেশে নানা জাতি-গোষ্ঠীর আগমন এ অঞ্চলের সংস্কৃতিকে ভিষণভাবে প্রভাবিত করেছে। ইসলামী এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রবেশের আগে, বাংলা অঞ্চলে সনাতন ও বৌদ্ধ ধর্মীয় রীতিনীতির আধিপত্য ছিল যার প্রভাব আজও বিয়ের অন্যান্য আচারের মতই নিমন্ত্রণপত্রেও বিদ্যমান। নিমন্ত্রণপত্রগুলোর আধেয়ে লিখনির ক্যালিগ্রাফিক প্রকাশে, কার্ডের নকশা ও বিভিন্ন মোটিফে মুঘল ও ফার্সি প্রভাব দেখা যায়। ধাতু রঙা এমবসিং, জটিল জ্যামিতিক নকশার ব্যবহার মুঘল যুগের নকশার প্রতিনিধিত্ব করে। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের কারণে তাদের ঔপনিবেশিক প্রভাব এখনো বিদ্যমান। মুদ্রণ পদ্ধতিতে ও ভাষার ব্যবহারে ব্রিটিশ শিষ্টাচারের অনুরূপ দেখা গেছে। এছাড়াও নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে বৈশ্বিক প্রভাব লক্ষণীয়। সরল নকশা, লেজার-কাট, সিল্ক, মখমলের ব্যবহার, পরিবেশ-বান্ধব উপকরণ হাল আমলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নিমন্ত্রণপত্রে এখন দম্পতির ছবি এবং থিমযুক্ত গ্রাফিক্সের উপস্থিতিও বৈশ্বিক সংস্কৃতির প্রভাবের চিহ্ন। এছাড়াও বলিউড, ললিউড এদেশের বিবাহ সংস্কৃতিতে যুক্ত করেছে নব নব সংযুক্তি। তা বাংলাদেশি বিয়ে, বিয়ে সংশ্লিষ্ট আচার ও বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে। যেমন- অনুষ্ঠান তালিকায় উঠে এসেছে- এনগেজমেন্ট, আকদ, হালদি, মেহেন্দি, নিকাহ,

ওয়ালিমা ইত্যাদি ভিন্ন সংস্কৃতির আচার, এসব আচারের জন্য আবার পৃথক নিমন্ত্রণপত্রের ব্যবস্থাও করা হয়।

৮.৭ ভাষিক উপস্থাপনার পরিবর্তন ও রূপান্তর: বাংলাদেশে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে মূলত বাংলা ও ইংরেজি প্রধান ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নমুনা পত্রগুলো ৬৩% ছিল বাংলা এবং ৩৭% ইংরেজি ভাষায় লিখিত। বাংলা ভাষা একই সাথে মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা। সেইসাথে নিমন্ত্রণপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার সাংস্কৃতিক গর্ব এবং ঐতিহ্যকে নির্দেশ করে। তবে হাল আমলে ইংরেজি ভাষার নিমন্ত্রণপত্র ফ্যাশন, আভিজাত্য ও আধুনিকতা প্রকাশক। তবে ভাষাগত পার্থক্য তথ্যগত পার্থক্য সৃষ্টি করেনি, নিমন্ত্রণপত্রের টেক্সট কাঠামোতে তেমন কোনো প্রভাব রাখেনি। তবে, বাংলার চেয়ে ইংরেজি ভাষার পত্রগুলো অপেক্ষাকৃত সরল ও বাহুল্যবর্জিত এবং কেবল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নির্দেশক। ইংরেজি ভাষায় মূলত শহরে বসবাসকারী নিমন্ত্রকদের পত্রে ব্যবহৃত হয়েছে যাদের শিক্ষগত যোগ্যতা এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতার বিষয়টিও প্রত্যক্ষভাবে ভাষা পছন্দের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষারীতির পরও উভয় ভাষার পত্রে মুসলমান বিয়ের ক্ষেত্রে আরবি শব্দ, কোরআনের অংশ, কখনও কখনও আরবি ফন্ট নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে দেখা গেছে যেমনটি হিন্দু ধর্মালম্বীদের পত্রগুলোতে সংস্কৃতভাষার শব্দ, শ্লোক ও চিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে বাইবেলের ভার্স ব্যবহার করা হয়েছে বাংলায় বাইবেলের পঙ্‌ক্তির বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে গৌতমবুদ্ধের বাণী বা চর্চিত নানা শ্লোকের ব্যবহার বাংলায় বা ইংরেজিতে সূচনা অংশে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও বিষয়বস্তু ও বার্তার ভাষা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, আশির দশকে নিমন্ত্রণপত্রের ভাষা ছিল আনুষ্ঠানিক ও প্রথাগত, তবে হাতে লেখা চিঠিতে আন্তরিকত, সম্পর্কের গভীরতার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। নব্বইয়ের দশক ও পরবর্তী সময়ে বিষয়বস্তুতে খুব বেশি পরিবর্তন না এলেও, ভাষার ক্ষেত্রে কিছুটা সরলতা আসে। নিমন্ত্রণপত্রে সাধারণত বর ও কনের নাম, তাদের পিতামাতার নাম, বিবাহ অনুষ্ঠানের তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ থাকত, পরে যুক্ত হতে শুরু করে বর ও কনের বংশ পরিচয় বা শিক্ষাগত যোগ্যতা। বর্তমানে নিমন্ত্রণপত্রের বার্তা আনুষ্ঠিনকতা ও বাহুল্য ছাপিয়ে অনেকটাই সুশৃঙ্খল, প্রয়োজনীয় তথ্য সমৃদ্ধ এবং ইন্টারেক্টিভ হয়ে উঠেছে।

৮.৮ বার্তা মাধ্যম ও বার্তা: সত্তর ও আশির দশকে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের প্রধান মাধ্যম ছিল হাতে হাতে বা ডাকযোগে পাঠানো চিঠি বা কাগজে মুদ্রিত কার্ড। নব্বইয়ের দশকে মুদ্রিত কার্ডের পাশাপাশি টেলিফোনের মাধ্যমেও আমন্ত্রণ জানানো হতো। সাম্প্রতিক দশকে কাগজের মুদ্রিত কার্ডের পাশাপাশি ডিজিটাল নিমন্ত্রণপত্রের (ই-ইনভাইটেশন) ব্যবহার বাড়ছে, বিশেষ করে কোভিড পরবর্তী সময়ে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সহজলভ্যতা এবং মানুষের ব্যস্ত জীবনযাত্রা কারণে, দ্রুত ও সহজে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা থেকে ডিজিটাল নিমন্ত্রণপত্রের প্রচলন বেড়েছে। এছাড়াও, পরিবেশ সচেতনতাও এর একটি কারণ। ইমেইল, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম (যেমন- ফেইসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ) মাধ্যমে নিমন্ত্রণ পাঠানো হচ্ছে। ভিডিও নিমন্ত্রণপত্রও আজকাল বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রথম দুদশকের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের বার্তায় যথেষ্ট আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখা হতো। গুরুগম্ভীর ভাষা ও প্রচলিত প্রথাগত বাক্যের ব্যবহার হতো, এবং পত্রগুলোর ভাষায় বৈচিত্র্য ছিল না বলেই চলে। পরবর্তী দশকে আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি

কিছুটা সরলতাও লক্ষ করা যায়। সাম্প্রতিক দশকে ও বর্তমানে নিমন্ত্রণপত্রে কাঠামোবদ্ধ নয় বরং অনানুষ্ঠানিক ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বর্তমান সময়ে কম্পিউটার প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের নিজস্ব টেম্পলেট বা কাঠামো থাকে যা থেকে নিজেদের রুচি ও সাধ্য অনুযায়ী বর/কনে বা তাদের পরিবার পছন্দ করে এবং বিয়ে সংক্রান্ত তথ্য তাতে উপস্থাপনের পর বিতরণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে Loewe আধুনিক নিমন্ত্রণপত্রগুলো হাইব্রিড বলে আখ্যা দিয়েছেন, যেখানে শৈল্পিক, ধর্মীয়, সমাজিক-সাংস্কৃতিক ভিন্ন ভিন্ন ফরমেটে আগে থেকেই তৈরি করে রাখা উপকরণগুলো নিমন্ত্রণপত্রে সাজিয়ে দেয়া হয় (Jarosz, 2015)।

৮.৯ বাচনিক ও চিহ্নাশ্রয়ী প্রতীক ছাড়াও অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার: ১৯৭০-১৯৮০ সময়কালে বাংলাদেশে নিমন্ত্রণপত্রগুলো সাধারণত সাদামাটা ধরনের হতো। অফসেট প্রিন্টিং-এর প্রচলন থাকলেও, নকশায় তেমন বৈচিত্র্য ছিল না। হাতে লেখা বা টাইপ করা নিমন্ত্রণপত্রের আধিক্য ছিল। মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্রগুলোর অলঙ্করণে সাধারণ ফুল বা লতাপাতার নকশা ব্যবহার করা হতো। কাগজের মান ও বৈচিত্র ছিল সামান্য। ১৯৯০-২০০০, এই সময়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির ছোঁয়ায় নকশার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে, রঙের ব্যবহার বাড়ে এবং আকর্ষণীয় ফন্টের প্রচলন শুরু হয়। ২০১০-২০২০ এই দশকে বাংলাদেশের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশেলে আধুনিক ডিজাইন, থিমভিত্তিক নকশা, বিভিন্ন আকার ও কাটের ফন্টের ব্যবহার দেখা গেছে। একইসাথে পরিবর্তন আসে মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্রের পৃষ্ঠতলে। ২০২০ এবং পরবর্তী সময়ে লেজার কাটিং, এম্বোস, গ্লিটারিং-এর ব্যবহার নিমন্ত্রণপত্রকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এছাড়াও এসময়ে পরিবেশবান্ধব কাগজে মুদ্রিত কার্ড ও ই-কার্ড নিমন্ত্রণপত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নমুনা নিমন্ত্রণপত্রগুলোর মধ্যে কিছু পত্রের আকার, কাগজের ধরন, নকশা, ডাই-কাট, ফন্টের আকার, বিন্যাস এবং গ্রাফিক্সের বৈশিষ্ট্য সাধারণত বাহ্যিকভাবে পত্রগুলোকে আলাদা করে তুলেছে। কাগজের বদলে কাপড় (মখমল, সিল্ক, পাট), কাঠ, শোলার ব্যবহার ও ধাতব অলঙ্করণও দেখা গেছে। এসব নিমন্ত্রণপত্র আমন্ত্রণকারীর রুচি ও আর্থিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদিকে নির্দেশ করে। অলঙ্করণ ও সাজসজ্জার পাশাপাশি নিমন্ত্রণপত্রের (ভিতরে চকলেট, বাদাম, শুকনো ফল, ফুল, উপঢৌকন পাঠানো) ভিন্নতর উপস্থাপন নিমন্ত্রণকারীর আর্থিক অবস্থান ও সামাজিক শ্রেণিকে উপস্থাপন করে। এছাড়াও প্রচ্ছদে বর ও কনের ছবি ব্যবহারের রীতি নিমন্ত্রণপত্রের আধুনিক সংস্করণগুলোর মধ্যে অন্যতম। ইন্টারনেট প্রযুক্তির উন্নয়ন, সামাজিক মাধ্যমের বহুল ব্যবহার এবং সাম্প্রতিক কোভিড পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশের জনগণের কাছে ইলেক্ট্রনিক নিমন্ত্রণপত্রের প্রচলন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এতে এনিমেশন, মোশন পিকচার ও অডিও মিউজিকের সংযোজন নিমন্ত্রণপত্রকে অভিনব রূপ দান করেছে।

৯. উপসংহার

বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে প্রচলিত একটি প্রথা-প্রচলন। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রগুলো কেবল দুই ব্যক্তির বিবাহ সংবাদ ঘোষণার জন্যই ব্যবহৃত হয় না, বরং এটি সমাজস্থ মানুষের বিশ্বাস ও সামাজিক রীতিনীতিকে প্রতিবিম্বিত করে। এর মাধ্যমে সামাজিক অবস্থান, ধর্মীয় রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের মতো অনেক বিষয় প্রতিফলিত হয়। এই প্রবন্ধটি বাংলাদেশি বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের সামাজিক পরীবিক্ষণের লক্ষে নিমন্ত্রণপত্রের মূল উপাদানগুলো অনুসন্ধান করেছে। একই সাথে

বাচনিক এবং চিহ্ন সংশ্লিষ্ট আধেয় ও উপদানকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফলাফলে নিমন্ত্রণপত্রের টেক্সটের শব্দবিন্যাসে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্তি লক্ষ করা গেছে, সেই সাথে সমাজস্থ বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক অর্থনৈতিক শ্রেণি সংশ্লেষ পরিলক্ষিত হয়েছে। নিমন্ত্রণপত্রে ব্যবহৃত অবাচনিক বা চিত্রাশ্রয়ী প্রতীক এবং চিহ্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সাংস্কৃতিক, ধর্মভিত্তিক প্রকাশের পাশাপাশি অন্য সংস্কৃতির আগ্রাসনের মতো বিষয়গুলোকে (নিমন্ত্রণপত্রে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার, ভারতীয় ও পাকিস্তানী টিভি সিরিয়াল ও সিনেমা থেকে প্রভাবিত হয়ে বিয়ে এবং বিয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুষ্ঠানের নামকরণ ও রীতির প্রবর্তন, ড্রেস কোড নির্ধারণ, নিমন্ত্রণপত্রে কালো-ধূসর, নেভি ব্লু রঙের ব্যবহার, নকশায় পাশ্চাত্য, মোঘল ও আরবীয় কারুকাজ) বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছে। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র সমাজ-সাংস্কৃতিতে বিদ্যমান নানা অনুশীলনকে প্রতিবিম্বিত করেছে। এগুলোতে উঠে এসেছে ধর্মকেন্দ্রিক পরিচিতি ও উপস্থাপনা। নিমন্ত্রণপত্রগুলোতে পরিবার কাঠামোর প্রকাশ দেখা গেছে, পত্রগুলোর নির্মাণ শৈলি ও উপস্থাপিত বিষয়ের নানা প্রতীকী উপস্থাপনা সম্পদ, শিক্ষা, পেশা ও সামাজিক অবস্থান নির্দেশক চিহ্ন হিসেবে ভূমিকা রাখে। সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষের লিঙ্গ সমতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও ব্যাখ্যায় উঠে এসেছে। বাংলাদেশের পিতৃপ্রধান পরিবার ব্যবস্থার কারণে নিমন্ত্রণপত্রে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য লক্ষ করা গেছে। বিয়ের কনের ওপর পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্ব তার পিতা থেকে তার ভবিষ্যত স্বামীতে প্রবাহিত হবার চক্র ছকাবদ্ধ সাংস্কৃতিক অনুশাসনের মত পরিলক্ষিত হয়েছে। এর প্রমাণ মেলে বর/কনের মাতা বা পিতামহীর উপনাম অংশে। এছাড়াও নিমন্ত্রণপত্রগুলোর নির্মাণ শৈলি, ভাষা, টাইপোগ্রাফ, রঙ, নকশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব, সাম্প্রতিকতা ও আধুনিকতার প্রকাশ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। গবেষণায় হাতে লেখা নিমন্ত্রণপত্রের সাথে মুদ্রিত, মুদ্রিতপত্রের সাথে ইলেক্ট্রনিক নিমন্ত্রণপত্রের মাধ্যম ও বার্তাগত উভয় রকম পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয়েছে এবং বার্তা মাধ্যম পরিবর্তিনের কারণে বার্তা ধরনের পরিবর্তনকে লক্ষ করা গেছে। এছাড়াও সময়ের বিবর্তনে ভাষিক উপস্থাপনায়ও ঘটেছে পরিবর্তন ও রূপান্তর। গবেষণাটিতে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে পাঁচ দশকের ১০০টি নিমন্ত্রণপত্র নেয়া হয়েছে যা ফলাফলকে অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং তথ্যকে সীমাবদ্ধ করে তোলারও সম্ভবনা রয়েছে। এছাড়াও সময়, ভাষা, ধর্ম, বা নিমন্ত্রণপত্রের মাধ্যম বিবেচনায় সকল ক্ষেত্রে সমান সমান সংখ্যক নিমন্ত্রণপত্র নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, যা গবেষণাটির একটি সীমাবদ্ধতা। তবে ভবিষ্যতে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের মতো একটি প্রথা-প্রচলনকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ রয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

ইসলাম, মাহমুদা। (১৯৯৬)। *বিয়ে*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ইসলাম, মোহসিনা। (২০১৯)। মানবীয় যোগাযোগে রঙের ভাষা ও ব্যকরণ। *সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা*। পার্ট ডি, । সংখ্যা ১, পৃ.৭৭-৯৩, ডিসেম্বর ২০১৯।

খায়রুন্নাহার, খন্দকার ।(২০২৩)। বাংলা লিখিত দাওয়াতপত্রের বাককৃতি ও বিনম্রতা বিশ্লেষণ। *কলা অনুষদ পত্রিকা*, খণ্ড ১২ সংখ্যা ১৭, পৃ. ১১৯-১২৮। জুলাই ২০২১-জুন ২০২২।

বসু মল্লিক, গৌতম। (৭ জানু. ২০২৩)। *আমন্ত্রণপত্রের আলোকে সেকালের বাঙালি-বিবাহ: প্রথম পর্ব* সংগৃহীত https://blogs.eisamay.indiatimes.com/gautambasumullick/article-on-

bengali-marriage-of-different -elite- families-of-old-calcutta-first-part/ সংগ্রহের তারিখ ২ জানুয়ারি, ২০২৫।

বর্মণ, কালী রঞ্জন। (২০২৪)। *শতবর্ষী দুই মানপত্রে বাঙালি বিয়ের হারানো সংস্কৃতি*। সংগৃহীত https://www. Shokal shondha. com/ bangali- songkritite-biyer-manpotro/ সংগ্রহের তারিখ ২৫ জানুয়ারি, ২০২৫।

বেগম, মনিরা ও ইসলাম, নাদিয়া নন্দিতা। (২০২১)। সনাতন ধর্মের বিয়ের বাংলা নিমন্ত্রণপত্র বিশ্লেষণ: প্রসঙ্গ ভাষিক ও অভাষিক উপাদান। *বাংলা একাডেমি পত্রিকা।* বর্ষ ৬৫, খণ্ড ১।

মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র। (২০১৯)। *চিহ্নতত্ত্ব বা সেমিওলোজি: সস্যুর থেকে দেরিদা*। কলকাতা: তবুও প্রয়াশ।

দাশগুপ্ত, ধীমান (২০১৫)। *রঙ*। কলকাতা: বাণীশিল্প

রহমান, শাহরিয়ার সৈয়দ। (২০০৮)। *উপমা চিত্রকলা ও প্রতীক চিহ্নের নন্দনতত্ত্ব: বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

শ্রীপান্থ । (১৯৭৭)। *যখন ছাপাখানা এলো*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

হক, মাহমুদ শামসুল। (২০২৩)। *বাঙালি নারী: হাজার বছরের বাঙালি নারী*। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।

Ahmed.S.M. (2019). Socio-cultural Study of Written Invitation Cards in Iraqi Society. Retrieved from file:///C:/Users/LAPTOP%20LEGEND/Downloads/Dialnet- SocioculturalStudy OfWritten InvitationCardsInIraqiS-8171722.pdf. Retrieved on 12 January 2024.

Al-Ali, M. N. (2006). Religious affiliations and masculine power in the Jordanian wedding invitation genre. *Discourse & Society, 17*(6), 691–714. Sage Publications, Ltd.

Bellucci, F. (2020). *Charles S. Peirce. Selected Writings on Semiotics, 1894–1912*. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

Clark, H. H. & Isaac, E.A. (1990). Ostensible invitations. *Lang. Soc.* 19 (4), 493–509.

Clynes, A., & Henry, A. (2004). Introducing genre analysis using Brunei Malay wedding invitation. *Language Awareness, 13*(4), 225–242.

Cole, A. (1993). *Color*. New York: Dorling Kindersley.

D'Andrade, R., & Egan, M. (1974). The colors of emotion. *American Ethnologist, 1*(1), 49–63. https://doi.org/10.1525/ae.1974.1.1.02a00030

Faramarzi, S., Elekaei, A., & Tabrizi, H. H. (2015). Genre-based discourse analysis of wedding invitation cards in Iran. *Journal of Language Teaching and Research, 6*(3), 662–668.

Griffin, E. (2012). *A first look at communication theory*. New York: McGraw-Hill.

Gomaa.Y.A. & Malak.A.G (2010). Genre Analysis of Egyptian Arabic Written Wedding Invitation. *Journal of the Faculty of Arts*, *Assiut University, Egypt,* Vol. 33, 9-47. 9

Goodenough, W. (1964). Cultural Anthropology and Linguistics, in D. Hymes (ed.) *Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and Anthropology,* pp. 36–9. New York: Harper & Row.

Hall, S. (1973). *Encoding and Decoding in the Television Discourse*. Stencilled Paper No. 7, Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham.

Hall, S. W. (1980). Encoding/Decoding. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis (Eds.), *Culture, Media, Language* (pp. 63-87). London: Hutchinson.

Hill, O. (2011, November 11). Muslim wedding invitation. *ArticlesBase*. Retrieved from http://www.articlesbase.com/weddings-articles/muslim-wedding-invitation-5386378.html

Huang, X. (2019). Understanding Bourdieu – Cultural capital and habitus. *Review of European Studies, 11*(3). Canadian Center of Science and Education.

Jarosz, B. (2015). A wedding invitation in Polish culture. *Slavica Debrecen*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/374544724_A_Wedding_Invitation_in_Polish_Culture_-_speci ficity _of_the_Genre on 23 July, 2024.

Johns A. (1997). *Text, Role and Context: Developing Academic Literacies.* Cambridge: Cambridge University Press.

Kandinsky, W. (1977). *Concerning the Spiritual in Art*. New York: Dover Publications

Majumdar, R. (2009). *Marriage and Modernity*: *Family Values in Colonial Bengal*. (1 ed.). Durham: Duke University Press.

Martin, J. (2010). *Miss Manners' Guide to a Surprisingly Dignified Wedding*. New York: W. W. Norton & Company.

Mehdipour, S., Eslami, Z. R., & Allami, H. (2015). A comparative sociopragmatic analysis of wedding invitations in American and Iranian societies and teaching implications. *Applied Research on English Language, 4*(2).

Mirzaei. A. & Eslami. Z.R.(2013). Exploring the variability dynamics of wedding invitation discourse in Iran. *Journal of Pragmatics 55* (2013) 103-118.

Momani, K., & Alrefae, D. (2010). A Sociotextual Analysis of Written Wedding Invitations in Jordanian Society. *LSP Journal, 1*(1), 61-80.

Raheja, N. (1995). *How to arrange a wedding*. New Delhi: Palus Press.

Sadri, E. (2014). Iranian wedding invitations in the shifting sands of time. *RALs, 5*(1), 91–108.

Saussure, F. de. (1966). *A course in general linguistics*. New York: McGraw-Hill

Smith, A. G. (1966). *Communication and Culture.* UK: Holt Rinehart Winston.

Sullivan, A. (2002). Bourdieu and education: How useful is Bourdieu's theory for researchers? *The Netherlands Journal of Social Sciences, 38*(2), 110.

পরিশিষ্ট
(১০০ টি নমুনা নিমন্ত্রণপত্র হতে বাছাইকৃত কিছু নিমন্ত্রণপত্র)
মুসলমান, খ্রিষ্টান, সনাতন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিয়েতে ব্যবহৃত নিমন্ত্রণপত্র

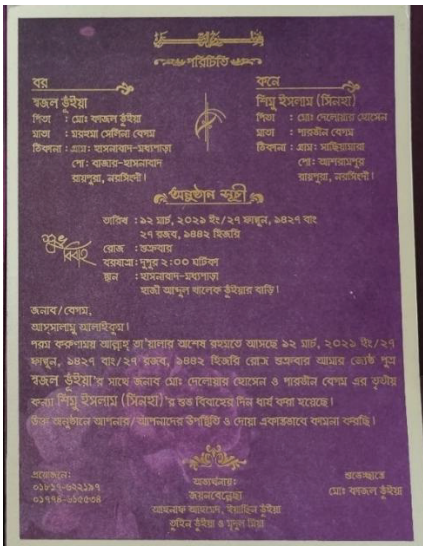

নমুনা ১: মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের বিয়েতে ব্যবহৃত নিমন্ত্রণপত্র

নমুনা ২: খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বিয়েতে ব্যবহৃত নিমন্ত্রণপত্র

নমুনা ৩: সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিয়েতে ব্যবহৃত নিমন্ত্রণপত্র

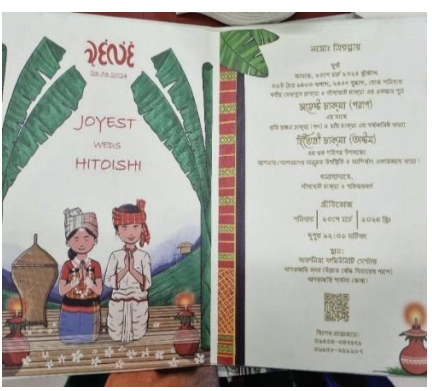

নমুনা ৪: বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিয়েতে ব্যবহৃত নিমন্ত্রণপত্র

৭০, ৮০ ও ৯০-এর দশকে ব্যবহৃত (হাতে লেখা ও কাগজে মুদ্রিত) নিমন্ত্রণপত্র ও বর্তমান সময়ের একটি ই-কার্ড- এর নমুনা

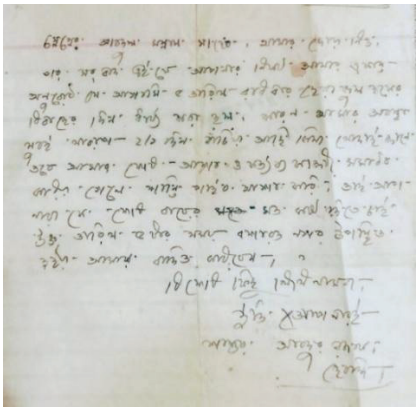

নমুনা ৫: হাতে লেখা নিমন্ত্রণপত্র

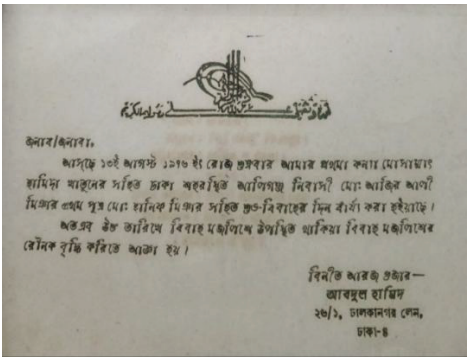

জনাব/জনাবা,

আগামী ১০ই আগষ্ট ১৯৭৩ ইং রোজ শুক্রবার আমার মধ্যমা কন্যা মোসাম্মাৎ হামিদা খাতুনের সহিত ঢাকা অবস্থিত আলিগঞ্জ নিবাসী মোঃ আজিজ আলী মিজার প্রথম পুত্র মোঃ হানিফ মিজার সহিত শুভ-বিবাহের দিন ধার্য্য করা হইয়াছে।

অতএব উক্ত তারিখে বিবাহ মজলিশে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ মজলিশের রৌনক বৃদ্ধি করিতে আজ্ঞা হয়।

বিনীত আরজ গুজার—
আবদুল হামিদ
২৬/১, চালকানগর লেন,
ঢাকা-৪

নমুনা ৬: একরঙা ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র

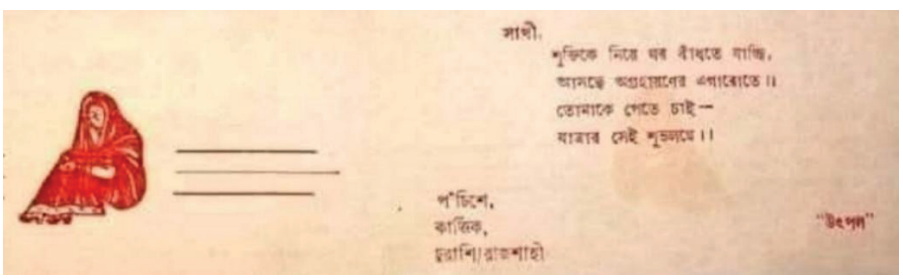

নমুনা ৭: রঙিন নিমন্ত্রণপত্র

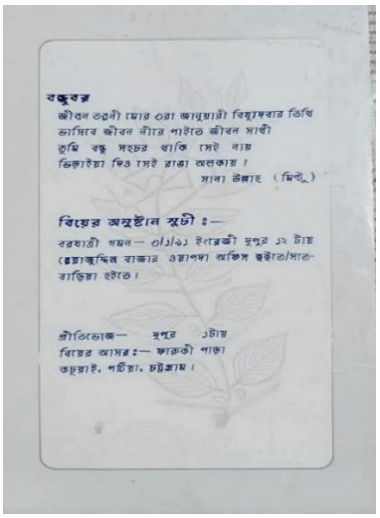

নমুনা ৮: রঙিন ফন্টের নিমন্ত্রণপত্র

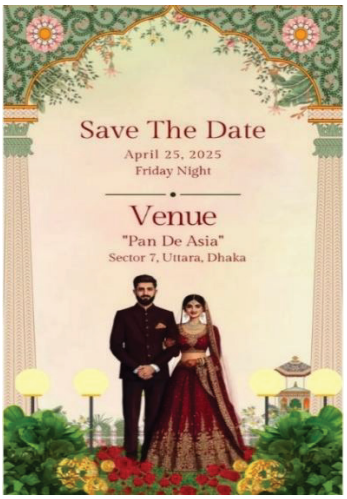

নমুনা ৯: ই-কার্ড

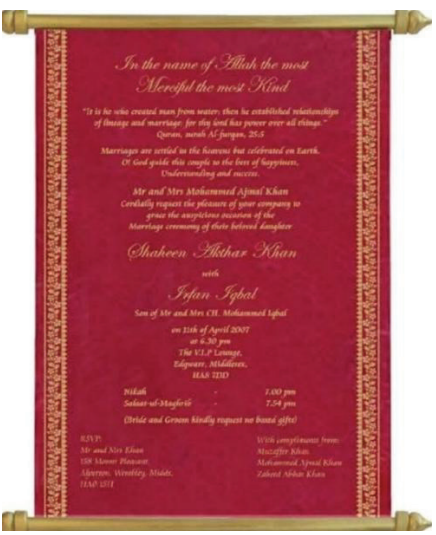

কাপড়ে মুদ্রিত, ধাতুতে মুদ্রিত, উডেন ফাইবার ও প্লাস্টিক ফাইবারে মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্র

নমুনা ১০: কাপড়ে মুদ্রিত কার্ড

নমুনা ১১: ধাতুতে মুদ্রিত কাড

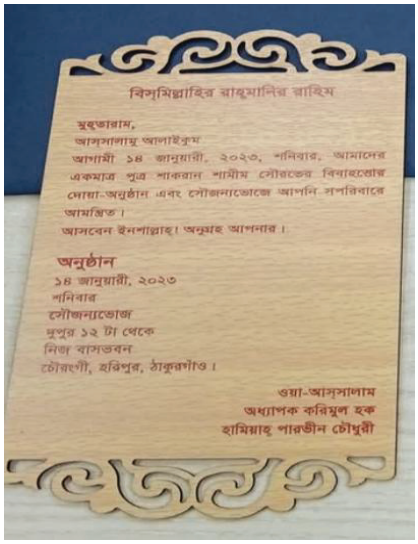

নমুনা ১২: ফাইবার বোর্ডে মুদ্রিত কার্ড

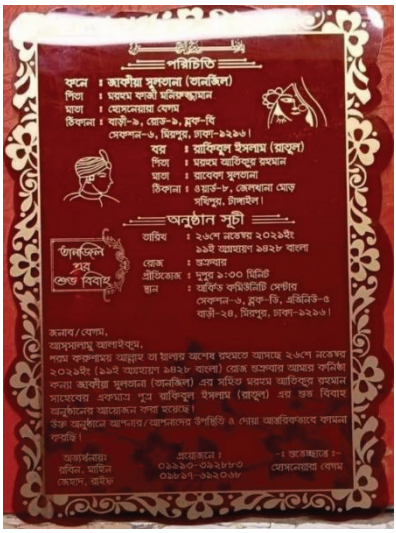

নমুনা ১৩: প্লাস্টিক ফাইবারে মুদ্রিত কাড